গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রশাসন-৩ অধিশাখা

[www.mofl.gov.bd](http://www.mofl.gov.bd)

|  |
| --- |
| **সংস্থাপ্রধানসহ সমন্বয় সভার** কার্যবিবর**ণী** |
| সভাপতিঃ জনাব মোঃ মাকসুদুল হাসান খান  সচিব  |
| তারিখ : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ খ্রিঃ  |
| সময় : বেলা ৩:০০ ঘটিকা |
| স্থান : মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ |

 সভাপতি উপস্থিত কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট ‘ক’ তে সংযুক্ত আছে।

২। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম প্রথমে বিগত ৩০ আগস্ট ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সংস্থাপ্রধানসহ সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। কোন সংশোধন না থাকায় কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকৃত করা হয়।

৩। এরপর বিগত সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি প্রতিবেদন আলোচ্যসূচির ক্রমানুসারে উপস্থাপন ও বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় আলোচিত বিষয় এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপঃ

৪। সাধারণ বিষয়াদি

| নম্বর | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহিত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ৪.১ | মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন  | **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** **(১)**  **মৎস্যচাষে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে সিরাজগঞ্জে মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপনঃ** মৎস্যচাষে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়িত “গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ জেলায় মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপন” প্রকল্প এর আওতায় বেলকুচি, সিরাজগঞ্জে মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপনের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ১টি প্রশাসনিক ভবন, ১টি প্রিন্সিপালের বাসভবন, ১টি একাডেমিক ভবন, ১টি ইনস্ট্রাকটর ডরমেটরী, ১টি স্টাফ ডরমেটরী, ১টি ইরোশন প্রটেকশন কাম বাউন্ডারি ওয়াল, ১টি গ্যারেজ ও ১টি ছাত্রাবাস নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ১টি ছাত্রীনিবাস, ১টি অডিটোরিয়াম, ১টি মসজিদ, ১টি বিদ্যুৎ সাবস্টেশন এবং ১টি হ্যাচারি কম্পোনেন্টসহ হ্যাচারি বিল্ডিং নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। ২টি গার্ডরুম নির্মাণের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। কম্পাউন্ড ড্রেনেজ সিস্টেম নির্মাণ, বহিঃবিদ্যুতায়ন ও ৩টি ডিপ টিউবওয়েল স্থাপনের জন্য ই-জিপির মাধ্যমে প্রাপ্ত দরপত্র মূল্যায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। **(২) জেলেদের জন্য কৃষির অনুরূপ পরিচয় পত্র প্রদানঃ** জেলেদের জন্য কৃষির অনুরূপ পরিচয় পত্র প্রদানের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়িত “জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান” প্রকল্প কর্তৃক সারাদেশ ব্যাপী জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ১৫ লক্ষ ৫০ হাজার জেলের নিবন্ধন করা হয়েছে। ১৫ লক্ষ জেলের ডাটা এন্ট্রি করা হয়েছে। ১৪ লক্ষ ৫০ হাজার জেলের ছবি উঠানো হয়েছে এবং ১৩ লক্ষ ৮০ হাজার আইডি কার্ড প্রস্ত্তত করে বিতরণ করা হয়েছে।**(৩) চাঁদপুর মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রে ডিপ্লোমা কোর্স চালুকরণঃ**  মধ্যম পর্যায়ে প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করার লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়াধীন মৎস্য অধিদপ্তরের “চাঁদপুর মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রে ডিপ্লোমা কোর্স চালুকরণ” প্রকল্পটি বিগত ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছর হতে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর পর্যন্ত চালু ছিল। প্রকল্পটি বিগত ১৬/০৯/২০১৫ খ্রি. রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব খাতের অর্থায়নে মৎস্য প্রশিক্ষণ ইনস্টিটউট, চাঁদপুরস্থ মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউটে ৪ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা-ইন-ফিসারিজ কোর্স যথাযথভাবে পরিচালিত হয়। ইতোমধ্যে প্রকল্পটি চালু হবার পর থেকে অদ্যাবধি ৭১ জন ছাত্র-ছাত্রী মৎস্য বিষয়ে ডিপ্লোমা ডিগ্রি অর্জন করেছেন। চাঁদপুরস্থ মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট এ প্রতিবছর ৪০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়।**(৪) জাটকা ধরা বন্ধ রাখলে ১০ কেজির বদলে মাসিক ৪০ কেজি চাল প্রদানঃ বাস্তবায়িত** **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** **(১) সিরাজগঞ্জ সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন প্রকল্পঃ**  জানুয়ারী/২০১৩ হতে জুন/২০১৮ ইং পর্যন্ত (২য় সংশোধিত) মেয়াদী সিরাজগঞ্জ সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ, ভুমি উন্নয়ন, জীপ গাড়ি-০১, ডবল কেবিন পিকআপ-০১, ফ্যাক্স-০১, সংযোগসহ টেলিফোন-১ ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে। একাডেমিক ভবনসহ অন্যান্য নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।**(২) গোপালগঞ্জ জেলায় হাঁস-মুরগির হ্যাচারি স্থাপনঃ** হ্যাচারীসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (০১/১০/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৭ ইং) এর আওতায় সিরাজগঞ্জ, মাদারীপুর, মাগুড়া, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, হবিগঞ্জ, বাগেরহাট, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, ভোলা, পটুয়য়াখালী, কিশোরগঞ্জ ও গোপালগঞ্জ-এ হ্যাচারী স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে। | মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি দ্রুত বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | সকল সংস্থা প্রধান ও মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ। |
| ৪.২ | মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন | **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** (২) **প্রবাসে বাংলাদেশীদের বিরাট বাজার রয়েছে। সেখানে প্রবাসী বাঙালীরা তাদের ঐতিহ্যবাহী খাবার হিসাবে মাছ এবং মাংসকে খাদ্য তালিকায় রাখে। ফলে বিদেশের বাজারের পাশাপাশি বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে বিদেশে গড়ে ওঠা মার্কেটে মৎস্য এবং মাংস রপ্তানির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভবঃ** * ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়াতে চিংড়ির পাশাপাশি দেশি প্রজাতির হিমায়িত ও প্রক্রিয়াজাতকৃত মাছ রপ্তানি করা হয়। বিদেশে বসবাসরত বাঙ্গালী সম্প্রদায় মূলত এর মূল ভোক্তা। বিদেশে অনেক বাংলাদেশী ব্যবসায়ী আছে যারা মাছ ব্যবসায়ের সাথে জড়িত।
* বিগত ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বাংলাদেশ মোট ৫১,৮৫৮.৮৮ মে.টন হিমায়িত (Frozen) মাছ রপ্তানি করে ৪৯৩.৯৩ মিলিয়ন ইউ এস ডলার এবং ৭,৪২৭.৯২ মে.টন বরফায়িত (Chilled) মাছ রপ্তানি করে ২০.৮৬ মিলিয়ন ইউ এস ডলার আয় হয়েছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের আগস্ট মাস পর্যন্ত মোট ৯,৩১৮.৫৭ মে.টন হিমায়িত (Frozen) মাছ রপ্তানি করে ৮৪.২৩ মিলিয়ন ইউ এস ডলার এবং ৩১৯.৬৪ মে.টন বরফায়িত (Chilled) মাছ রপ্তানি করে ০.৮৬ মিলিয়ন ইউ এস ডলার আয় হয়েছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের আগস্ট,২০১৬ মাসে মোট ৫,৬২৫.৪৭ মে.টন হিমায়িত মাছ রপ্তানি করে ৪৮.৫৯ মিলিয়ন ইউ এস ডলার এবং ১৬৫.১৪ মে.টন বরফায়িত মাছ রপ্তানি করে ০.৪৪ মিলিয়ন ইউ এস ডলার আয় হয়েছে। চলতি ২০১৬-17 অর্থ বছরের আগস্ট/২০১৬ মাসে বাংলাদেশ হতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশসমূহে ৪,১৬৯.৮১ মে.টন, যুক্তরাষ্ট্রে ৩৪১.৫৭ মে.টন, জাপানে ৩৭২.১৬ মে.টন ও অন্যান্য দেশসমূহে ৩,৩৯৭.২৬ মে.টন মোট ৮,২৮০.৮০ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করা হয়েছে। পণ্যভিত্তিক রপ্তানির পরিমান পরিশিষ্ট ‘ক’-তে বর্ণিত হলো।

এছাড়াও মধ্যপ্রাচ্য ও ভারতে বরফায়িত মাছ রপ্তানি করা হয় যার মূল ভোক্তা প্রবাসী ভারতীয় ও বাংলাদেশী। (৫) **বর্তমান সরকার ও অব্যবহিত পূর্বের সরকারের সময় বাংলাদেশ সমুদ্র বিজয় করেছে। এতে করে সমুদ্রসীমার বিস্তৃতি ও পরিধি বেড়েছে। সমুদ্র বিজয়ের ফলে সমুদ্রের পরিধি ও বিস্তৃতি বেড়ে যাওয়ায় গভীর সমুদ্রে মাছ সংরক্ষণ ও আহরণ করা দরকার। সামুদ্রিক মাছ আহরণ নিয়ন্ত্রিত এবং সঠিক পদ্ধতিতে হওয়া আবশ্যক। এ জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবেঃ** বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদ আহরণে ইতোমধ্যে কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে :* বর্তমান সরকার বঙ্গোপসাগরে গবেষণা ও জরিপ কার্য পরিচালনার মাধ্যমে মৎস্য আহরণ ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ, বিভিন্ন প্রজাতির মৎস্যসম্পদের মজুদ নির্ণয়, সর্বোচ্চ সহনশীল আহরণমাত্রা নির্ধারণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে ‘আর ভি মীন সন্ধানী’ নামে একটি সর্বাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন গবেষণা ও জরিপ জাহাজ মালয়েশিয়া হতে গত ৯ জুন, ২০১৬ খ্রি. তারিখে চট্রগ্রাম সমুদ্র বন্দরে এসে নোঙ্গর করেছে। এ জরিপ জাহাজ কর্তৃক বঙ্গোপসাগরে মৎস্য সম্পদের জরিপ কার্যক্রম আগামী নভেম্বর, ২০১৬ থেকে গ্রহণ করা হবে এবং ভাসমান ও তলদেশীয় মৎস্য সম্পদের পূর্ণাঙ্গ জরিপ কাজ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে।
* সামুদ্রিক জলসম্পদকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, আহরণ ও উন্নয়ন কৌশল প্রণয়নের লক্ষ্যে স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে কনসালটেশন কর্মশালার আয়োজন করে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা (Plan of Action) প্রণয়ন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এ সব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে।
* পর্যায়ক্রমে ট্রলারসমূহ যাতে নির্দিষ্ট ফাঁসের জাল ব্যবহার করে মৎস্য আহরণ করে তা নিশ্চিত করা হচ্ছে। পাশাপাশি ৪০ মিটার গভীরতার ভিতরে যাতে কোন বাণিজ্যিক ট্রলার মৎস্য আহরণ করতে না পারে তা নিশ্চিত করা হচ্ছে।
* পরিবেশ-বান্ধব মৎস্য আহরণের জন্য সকল প্রকার মৎস্য ট্রলারকে মিডওয়াটার ট্রলারে রূপান্তর করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৬৪টি বটম ট্রলারকে মিড ওয়াটার ট্রলারে রূপান্তর করা হয়েছে।
* সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ, আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সর্বোচ্চ স্থায়িত্বশীল উৎপাদন/ আহরণ নিশ্চিতের লক্ষ্যে সমুদ্রে ফিশিংরত বাণিজ্যিক ট্রলার- এর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ, পরীবিক্ষণ ও সার্ভেল্যান্স পদ্ধতিতে আধুনিকায়নের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুমতি প্রাপ্তির ধারাবাহিকতায় ১ম পর্যায়ে ১০০টি এবং পরবর্তী পর্যায়ে আরো ৩৩টি মোট ১৩৩টি মৎস্য ট্রলারে VTMS (Vessel Tracking Monitoring System) সংযোজন করা হয়েছে।
* সামুদ্রিক মৎস্য নীতিমালা-২০১৬ এর খসড়ার উপর একাধিক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক মতামত প্রদানের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছিল। তৎপ্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ হতে মতামত পাওয়া যায়। প্রাপ্ত মতামতের আলোকে বিগত ১৭/০২/২০১৬ খ্রি. তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে চূড়ান্তকৃত খসড়াটি পরিমার্জিত করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের বিষয়টি নির্ধারিত হবে।
* মৎস্য আহরণে নিয়োজিত সকল মৎস্য নৌযান/ট্রলারসমূহকে লাইসেন্সিং- এর আওতায় আনা হচ্ছে।
* বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রজনন মৌসুমে ডিমওয়ালা মাছ ও চিংড়ির নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং মাছের মজুদ সংরক্ষণ, সুষ্ঠু ও বিজ্ঞানসম্মত সহনশীল আহরণ নিশ্চিত করার স্বার্থে প্রতিবছর ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত মোট ৬৫ দিন বঙ্গোপসাগরে বাণিজ্যিক ট্রলার দ্বারা সকল প্রকার মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
* অবৈধ, অনিয়ন্ত্রিত এবং গোচরীবিহীন (IUU) মৎস্য আহরণ প্রতিহত করার লক্ষ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ এবং তদারকি (MCS) কার্যক্রম জোরদার করা হচ্ছে।
* সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ এবং অতি আহরণ নিষিদ্ধ করার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইন, বিধিসমূহ সংশোধন করা হচ্ছে।
* মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থাপনা কৌশল, পদ্ধতি এবং আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে।
* ক্ষতিকারক মৎস্য আহরণ জাল-সরঞ্জাম সমূহ পর্যায়ক্রমে নিষিদ্ধ করে পরিবেশ বান্ধব (Eco-friendly) জাল-সরঞ্জাম ব্যবহার করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
* অতি অভিপ্রায়নশীল (Migratory) এবং স্ট্র্যাডলিং প্রজাতির মৎস্য সম্পদ- টুনা, ম্যাকারেল ইত্যাদি ব্যবস্থাপনায় আঞ্চলিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা সংস্থা যেমন Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), Asia Pacific Fisheries International Commissiion (APFIC), Bay of Bengal Programme-International Government Organization (BOBP-IGO) এর সাথে সহযোগিতা জোরদার করা হচ্ছে।
* গভীর সমুদ্রে উচ্চ অভিগমনপ্রবণ সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতি আহরণের লক্ষ্যে Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) তে বাংলাদেশের Co-operation Non Contracting Party Status নবায়নের জন্য IOTC Secretariat এ আবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।

টুনা জাতীয় মাছ আহরণের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও দক্ষ জনবল সৃষ্টির নিমিত্ত দেশীয় উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক বিদেশি উদ্যোক্তাগণের সহায়তায় ২০০ মিটার গভীরতার বাহিরে ও আন্তর্জাতিক জলসীমার টুনা জাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণের লক্ষ্যে ৪টি নূতন লং লাইনার প্রকৃতির মৎস্য ভেসেলের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।**(৬) জাতীয় মাছ হিসেবে ইলিশের গুরুত্ব অপরিসীম। একে রক্ষা করতে হবে। জাটকা নিধন বন্ধের কার্যক্রম অব্যাহত আছে এবং এ জন্য এ সরকারের সময়েই জাটকা ধরা থেকে বিরত থাকার জন্য মৎস্যজীবী জেলে সম্প্রদায়কে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে, যা এখন পরিবার প্রতি ৪০ কেজি। জাটকা ধরা থেকে বিরত রাখার জন্য মৎস্যজীবী জেলেদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবেঃ** * জাতীয় মাছ ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য **জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও গবেষণা প্রকল্প** এর আওতায় প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ রক্ষা কার্যক্রম, জাটকা নিধন প্রতিরোধ কার্যক্রম, বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ বিতরণ এবং ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে।
* ২০০৮-০৯ হতে ২০১৫-১৬ পর্যন্ত এ সরকারের বিগত ৮ বছরে ১৫ জেলার ৮০ উপজেলার ২ লক্ষ ২৪ হাজার ১০২ টি জাটকা জেলে পরিবারকে মোট ১ লক্ষ ৯৬ হাজার ৫৬৯ মে. টন ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বিগত ২০০৪-০৫ হতে ২০০৭-০৮ সাল পর্যন্ত জেলেদের মোট খাদ্য সহায়তা দেয়া হয়েছিল ৬ হাজার ৯০৬ মে.টন।
* বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি কার্যক্রমের আওতায় বিগত ৭ বছরে ৩২ হাজার ৫০৯ জন সুফলভোগীকে জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করার পাশাপাশি বিষয়ভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানসহ ক্ষুদ্র ব্যবসা, হাঁস-মুরগি পালন, গরু-ছাগল পালন, ভ্যান/ রিক্সা ক্রয়, সেলাই মেশিন, ইলিশ ধরার জাল প্রদান, খাঁচায় মাছ চাষ ইত্যাদি আয়-বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ইলিশের উৎপাদন যেখানে ২০০৮-০৯ সনে ছিল ২.৯৯ লক্ষ মেঃটন, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৩.৮৭ লক্ষ মে.টনে উন্নীত হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এ উৎপাদন ৪.০ লক্ষ মে. টনে উন্নীত হবে বলে আশা করা যায়।**(৭) ১৯৯৬ সালে চিংড়িতে বিভিন্ন মেটালিক পদার্থ পুশ করার ফলে চিংড়ি রপ্তানি বন্ধ হয়ে যায়। এই সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যেমন- Traceability এবং HACCP এর বাস্তবায়ন বর্তমান সরকারের সময়েই করা হয়। এতে করে চিংড়ি শিল্প ধ্বংসের সাথে জড়িত দুষ্টচক্রকে সহজেই সনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছে। এ সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে পুনরায় চিংড়ি রপ্তানি চালু হয়। এই সরকারের সময়ই চিংড়ি রফতানিকারকগণকে ৪০ কোটি টাকা বিশেষ সহায়তা প্রদান করা হয়েছেঃ** * চিংড়িতে অপদ্রব্য পুশ বন্ধের জন্য মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তর, ঢাকা, চট্রগ্রাম ও খুলনা কর্তৃক মোবাইল কোর্ট/অভিযান পরিচালনা করা হয়। পুশকৃত মাছ/চিংড়ি যেন বিদেশে না যায় সেজন্য বিভিন্ন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়। যেমন- মোবাইল কোর্ট/ অভিযান, কারখানা পরিদর্শন, ডিপো/ আড়ত, অবতরণ কেন্দ্র, ডকুমেন্ট পরিদর্শন ইত্যাদি। তাছাড়া মৎস্য ও চিংড়ি খামারে স্টেরয়েড, হরমোন ও রাসায়নিক দ্রব্য এর ব্যবহার মনিটরিং এর জন্য ২০০৮ সালে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-১৯৯৭ সংশোধন করে উপযুক্ত বিধি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণের সময়ে HACCP কর্মসূচীর অংশ হিসেবে মেটাল পুশ রোধের জন্য প্রতিটি কারখানায় মেটাল ডিটেক্টর বাধ্যতামূলকভাবে ব্যবহারের বিধান করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এভাবে মেটাল পুশের সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে।
* মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-১৯৯৭ (২০০৮ ও ২০১৪ সালে সংশোধিত) বিধি-২১ ও ২২ এর আওতায় মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ শাখা হতে প্রতি বছর NRCP (National Residue Control Plan) কর্মসূচির মাধ্যমে মৎস্য ও চিংড়ি চাষের খামার হতে মাছ/চিংড়ি ও মৎস্য খাদ্য ইত্যাদি নমুনা সংগ্রহপূর্বক স্টেরয়েড, স্টিলবিন, ক্ষতিকারক ঔষধ ও রাসায়নিক পদার্থ পরীক্ষা করা হয়ে থাকে।
* মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তর, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা কর্তৃক চলতি ২০১৬ সালের আগস্ট মাসে মোট ১৯ টি মোবাইল কোর্ট/অভিযান পরিচালিত হয়েছে। এ সময়ে মোবাইল কোর্ট/অভিযানের মাধ্যমে ১,৬৪,০০০/- টাকা জরিমানা আদায়, ২,৭৫৭ কেজি চিংড়ি বিনষ্ট করা হয়েছে এবং ৪ জনকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে। এ মাসে কারখানার জরিমানার পরিমান ছিল ৬৫,০০০/- টাকা, ঘোষিত রপ্তানি কনসাইনমেন্ট পরিদর্শনের সংখ্যা ছিল ৪৫৬টি এবং কারখানা রুটিন পরিদর্শনের সংখ্যা ছিল ৫৫টি।

চলতি ২০১৬ সালের জানুয়ারি হতে আগস্ট মাস পর্যন্ত মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তর, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা কর্তৃক মোট ১৪৬ টি মোবাইল কোর্ট/অভিযান পরিচালিত হয়েছে। এ সময়ে মোবাইল কোর্ট/অভিযানের মাধ্যমে ৬,০৪,৫০০/- টাকা জরিমানা আদায়, ৯,০৬৮ কেজি চিংড়ি বিনষ্ট ও ৮ জনকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে। এ সময়কালে মোট কারখানার জরিমানার পরিমান ছিল ১৫,৩১,৫০০/- টাকা, ঘোষিত রপ্তানি কনসাইনমেন্ট পরিদর্শনের সংখ্যা ছিল ৩,৬৮৯টি এবং কারখানা রুটিন পরিদর্শনের সংখ্যা ছিল ৪৭২টি। উল্লেখ্য, ২০১৫ সালের জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত তিনটি মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তর কর্তৃক মোট ২১৩টি মোবাইল কোর্ট/অভিযান পরিচালিত হয়েছে। মোবাইল কোর্ট/অভিযানের মাধ্যমে ৮,৯৩,৩০০ টাকা জরিমানা এবং ২০,৮২৪ কেজি চিংড়ি ও ২০০ কেজি সাদা মাছ বিনষ্ট করা হয়েছে এবং ৫ জনকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে। বর্ণিত সময়ে কারখানার জরিমানার পরিমাণ ছিল মোট ৫,৪৫,০০০/- টাকা এবং মোট ৪,৮৬৪ টি ঘোষিত রপ্তানি কনসাইনমেন্ট পরিদর্শন করা হয়। এ সময় কারখানার রুটিন পরিদর্শনের সংখ্যা ছিল ৫৭৯টি। (৮) **এই মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট যে সমস্ত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হয় সেগুলোকে Value Added করার জন্য উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। Value Added করে মাছ ও মাংস রপ্তানি করা হলে বেশি পরিমাণে বৈদেশিক বাজারে প্রবেশ করা সম্ভব হবে। ২০০৮-২০১১ সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক মন্দার সময় সেখানকার মানুষ চিংড়ি খাওয়া প্রায় বন্ধ করে দেয়। পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক মন্দা সাময়িক হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথে চিংড়ি রপ্তানির বাজার সচল হয়। তিনি এ প্রসঙ্গে আরো জানান যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপিয়ান দেশসমূহে প্রবাসী বাংলাদেশী এবং বিদেশী বাজারে Value Added করে চিংড়ি রপ্তানি করতে পারলে বিশ্ব বাজারের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা সম্ভব হবেঃ** * বর্তমানে বাংলাদেশ হতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে Value Added মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য পাঠানো হয় যেমন-Frozen (Cooked, fresh, peeled & divine), Salted & dried। বাংলাদেশ হতে রপ্তানিকৃত চিংড়ি ও মৎস্যপণ্যের প্রায় ৭০% Value Added হিসেবে রপ্তানি হয়ে থাকে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের প্রেক্ষিতে INFOFISH নামক Inter Governmental Organization ready to cook fillet প্রস্তুত করার প্রযুক্তি বাংলাদেশে হস্তান্তরের জন্য ২০১১ সালে Common Fund for Commodities (CFC)/FAO এর সহায়তায় একটি প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের Partner হিসেবে পাঙ্গাস ও তেলাপিয়া মাছের ফিলেট (Fillet) উৎপাদনের লক্ষ্যে স্থাপিত ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলাস্থ মেসার্স Virgo Fish & Agro Process Ltd.-কে মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তর, ঢাকা কর্তৃক সম্প্রতি লাইসেন্স (DHK-124) প্রদান করা হয়েছে। বিগত এপ্রিল’২০১৬ মাসে মাননীয় জনপ্রশাসন মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফ হোসেন এম.পি. কর্তৃক এ প্রতিষ্ঠানটির উদ্বোধন করা হয়েছে। এছাড়াও, পাঙ্গাস ও তেলাপিয়া মাছের ফিলেট (Fillet) উৎপাদনের লক্ষ্যে স্থাপিত ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলায় মেসার্স Seven Oceans Fish Processing Ltd. নামক অপর একটি মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানাকেও সম্প্রতি মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তর, ঢাকা কর্তৃক লাইসেন্স (DHK-125) প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এছাড়া মৎস্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে মেসার্স এসবি গ্রুপ অনুরূপ একটি মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন করছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ক্রমে রপ্তানির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ-আমেরিকান এগ্রো কমপ্লেক্স প্রাঃ লিঃ ও মেসার্স সি রিসোর্ট লিঃ নামক প্রতিষ্ঠান ready to cook মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপনের কাজ করছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ-আমেরিকান এগ্রো কমপ্লেক্স প্রাঃ লিঃ, কুমিল্লা কর্তৃক সীমিত পর্যায়ে পাঙ্গাস ও তেলাপিয়ার ফিলেট উৎপাদন করে দেশের অভ্যন্তরীন বাজারে বিক্রয় করা হচ্ছে। এ ছাড়াও, , বাংলাদেশ-আমেরিকান এগ্রো কমপ্লেক্স প্রাঃ লিঃ, কুমিল্লা, Sea Mark (BD), চট্টগ্রাম, Saint Martin Seafood, খুলনা, BD Seafoods, চট্টগ্রাম, গোল্ডেন হারভেস্ট, গাজীপুর নামীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ high value added fish product যেমন: Fish Ball, Fish Nugget, Fish Finger ইত্যাদি প্রস্তুত করে স্থানীয় বাজারে সরবরাহ করছে।**(১৩) কাঁকড়া, ব্যাঙ, শামুক, ঝিনুকের চাহিদা বিশ্ব বাজারে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মালয়েশিয়াতে ঝিনুকের চাহিদা প্রচুর। সুতরাং এগুলোকে প্রক্রিয়াজাত করে বিদেশে রপ্তানি করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে এ মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেঃ** * বাংলাদেশে প্রকৃতি থেকে আহরণকৃত কাঁকড়া ও কুচিয়া ইতোমধ্যে দেশের বাইরে রপ্তানি করা হচ্ছে। রপ্তানির উজ্জল সম্ভাবনা থাকায় বর্তমানে কাঁকড়া ও কুচিয়া চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রাকৃতিক উৎস হতে আহরণের পাশাপাশি চাষের মাধ্যমে উৎপাদিত কাঁকড়া ও কুচিয়া বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। বিগত ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে ২৪.৪১ মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার মূল্যের ১২,৫৫৯.৭৫ মে.টন কাঁকড়া ও কুচিয়া রপ্তানি করা হয়েছে। বর্তমান ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের আগস্ট, ২০১৬ মাসে ৪.৯১ মিলিয়ন ডলার মূল্যের ২,৩৭৫.৩৪ মে.টন কাঁকড়া ও কুচিয়া রপ্তানি করা হয়েছে।
* মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আগ্রহ ও সদয় নির্দেশনায় দেশে কাঁকড়া ও কুচিয়ার চাষ জনপ্রিয় করে তোলা, কাঁকড়া ও কুচিয়া চাষ বিষয়ক নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে দক্ষতা উন্নয়ন এবং উৎপাদিত কাঁকড়া ও কুচিয়া রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের লক্ষ্যে জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮ মেয়াদে **‘‘বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকায় কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষ ও গবেষণা’’** শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক দেশের ৭টি বিভাগের ২৯টি জেলা ও ৬৩টি উপজেলায় এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে কাঁকড়া ফ্যাটেনিং, কুচিয়া চাষ ইত্যাদি বিষয়ে ২২৮০ জন সুফলভোগীর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় পুকুরে ও খাঁচায় মোট ৪৪৪ টি কাঁকড়া ফ্যাটেনিং এর প্রদর্শনী এবং মোট ১২৩টি কুচিয়া চাষের প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২২৮০ জন সুফলভোগী ও চাষীকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও ১১২টি কুচিয়া প্রদর্শনী, ৪০২টি কিশোর কাঁকড়া চাষ ও, কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ প্রদর্শনী স্থাপন করার সংস্থান রয়েছে।

এছাড়াও ৪টি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারে কুচিয়ার চাষ ও পোনা উৎপাদন এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক কাঁকড়ার পোনা উৎপাদনের জন্য প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজার জেলায় একটি কাঁকড়া হ্যাচারি নির্মাণ করা হবে।**(১৪) বর্তমান সরকারের সময় মৎস্যজীবী জেলে সম্প্রদায়কে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। “জাল যার জলা তার” এ স্লোগান এ সরকারের সময়েই বাস্তবায়ন করা হয়েছেঃ** * মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় কেবলমাত্র উন্নয়ন প্রকল্পের অনুকূলে হস্তান্তরিত জলমহালসমূহ মৎস্যজীবীদের অংশগ্রহণে সংগঠিত সমাজভিত্তিক সংগঠনের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা করা হয়ে থাকে। এ প্রক্রিয়ায় অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করে জলমহালের জৈব ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হয়। তবে সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ী জলমহাল ব্যবস্থাপনায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মৎস্য অধিদপ্তরের ভূমিকা গৌণ, জেলা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কমিটিতে একজন সদস্য। জেলা পর্যায়ের জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি জেলা প্রশাসক এবং সদস্য সচিব রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর (আরডিসি)। উপজেলা পর্যায়ের জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং সদস্য সচিব সহকারী কমিশনার (ভূমি)।
* দেশে বিদ্যমান জলমহাল ব্যবস্থাপনায় অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে প্রকৃত জেলেদের চিহ্নিত করে নিবন্ধকরণ ও পরিচয়পত্র প্রদানের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় “জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান” প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় ১৫ লক্ষ ৫০ হাজার জেলের নিবন্ধন করা হয়েছে। ১৫ লক্ষ জেলের ডাটা এন্ট্রি করা হয়েছে। ১৪ লক্ষ ৫০ হাজার জেলের ছবি উঠানো হয়েছে এবং ১৩ লক্ষ ৮০ হাজার আইডি কার্ড প্রস্ত্তত করে বিতরণ করা হয়েছে।
* প্রাকৃতিক দূর্যোগের (ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস) কারণে নিহত বা বাঘের আক্রমনে, সাপের কামড়ে অথবা কুমিরের কামড়ে নিহত জেলে পরিবারের পুনর্বাসনের সহায়তা প্রদান করার লক্ষ্যে “জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান প্রকল্প” এর আওতায় ২০১২-১৩ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত ৪৮৭ জন নিহত জেলে পরিবারের মধ্যে সর্বমোট ২ কোটি ৩৯ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

**(১৫) গ্রামে গ্রামে দরিদ্র জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য যে সকল কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে যেমন: হাঁস, মুরগির খামার স্থাপন, অভয়াশ্রম স্থাপন, বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খামার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির জন্য যে ঋণ প্রদান করা হয়েছে সেগুলো সঠিকভাবে পরিচালিত ও বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা বিশেষভাবে তদারকি করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, দেশের বিরাট জনসংখ্যা সম্পদ স্বরূপ। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দেশবাসীর নিরাপদ জীবন নিশ্চিত করার স্বার্থে এ সম্পদকে কাজে লাগাতে হবেঃ** * জলজ সম্পদের স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের নিমিত্ত জলাশয় সংশ্লিষ্ট সুফলভোগীদের সমন্বয়ে সমাজভিত্তিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতির সংরক্ষণ, প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির জন্য অভয়াশ্রম স্থাপন একটি অন্যতম কারিগরি কৌশল।
* বিগত ৫ বছরে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন নদ-নদী ও অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে ৬৫৮টি এবং স্থানীয় উদ্যোগে ১৬টি অভয়াশ্রমসহ ৬৭৪টি অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৪৬টি অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়েছে।

এসব অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে প্রজনন ও বংশ বিস্তারের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতি যথা-চিতল, ফলি, বামোস, কালিবাউস, আইড়, টেংড়া , মেনি, রাণী, সরপুঁটি, মধু পাবদা, রিটা, কাজলী, চাকা, গজার, তারা বাইম ইত্যাদি মাছের পুনরাবির্ভাব ঘটেছে। ফলে বছরে প্রায় ৩ হাজার মে.টন মাছ অতিরিক্ত উৎপাদিত হচ্ছে।**(১৬) খাদ্যদ্রব্য বিশেষ করে মাছ, মাংস ও ফলমূলে ফরমালিন মিশ্রণ একটি বড় সমস্যা হিসেবে এখনও বিদ্যমান রয়েছে। মনিটরিং এবং আইন প্রয়োগের মাধ্যমে একে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবেঃ*** মাছে ফরমালিন মিশ্রণ রোধকল্পে মনিটরিং, আইন প্রয়োগ ও জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় “মৎস্য সংরক্ষণে ফরমালিনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও গণসচেতনতা সৃষ্টি প্রকল্প” জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রতি বিভাগে ও প্রতি জেলায় ১টি করে মোট ৮০টি ফরমালিন কিটবক্স বিতরণ করা হয়েছে।
* “মৎস্য সংরক্ষণে ফরমালিনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও গণসচেতনতা সৃষ্টি প্রকল্প” চলাকালীন সময়ে ঢাকা সহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ১০,০০০টি সচেতনতামূলক সভা, ৫৪,৬৭৫জন মৎস্য ব্যবসায়ী, মৎস্য আড়ৎদার, মৎস্যজীবি/জেলে প্রতিনিধি, ৫০০০ জন মৎস্য বাজার ও মৎস্য আড়ৎ ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রতিনিধি ও ৭৭৫ জন মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৪১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সারা দেশব্যাপী ৮,১৬৫টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে । যার মাধ্যমে ৫৬.৭৭ লক্ষ টাকা জরিমানা, ৮.৮৮ টন মাছ বিনষ্ট, ০৭ জনকে ০১ মাসের জেল প্রদান করা হয়েছে।
* মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত ফরমালিন প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের কার্যক্রম সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পটির দ্বিতীয় পর্যায় প্রস্তুতি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

**(১৯) বাংলাদেশের দক্ষিণে একটি মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি স্থাপন করার সদয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করেনঃ**  মৎস্য পণ্যের বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী খুলনা, চট্টগ্রাম ও ঢাকায় ৩টি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি রয়েছে। এছাড়াও রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য কক্সবাজার, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাটে PCR (Polymerase Chain Reaction) ল্যাবরেটরি রয়েছে। প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ল্যাবরেটরি স্থাপনের প্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** **(১) এ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে হালাল মাংস সৌদি আরবসহ মুসলিম দেশসমূহে রফতানি করা যেতে পারেঃ** ১। বহিঃ বিশ্বে মাংস রপ্তানির লক্ষ্যে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। চলতি অর্থ বছরে জুলাই/১৬ পর্যন্ত মাংস রপ্তানী নিম্নরুপঃ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| জুলাই/১৫ হতে জুন/১৬ পর্যন্ত বিদেশে মাংস রপ্তানী | জুলাই/১৬ বিদেশে মাংস রপ্তানী | জুলাই/১৬ মাসেক্রমপুঞ্জতি বিদেশেমাংস রপ্তানী |
| ১৫৪৫৩১.৮০ কেজি | ২৮২৪১.০০ কেজি | ২৮২৪১.০০ কেজি |

মালদ্বীপে ১৬/৭/২০১৬ তারিখে ১৫৭৬ কেজি গরুর মাংস রপ্তানী হয়েছে।দুবাইতে ২৭/৭/২০১৬ তারিখে ২৫,০০০ কেজি গরুর মাংস রপ্তানী হয়েছে।মালদ্বীপে ৩১/৭/২০১৬ তারিখে ১৬৬৫ কেজি গরুর মাংস রপ্তানী হয়েছে।**(২) দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত জাতের গরু, গাভি, মহিষের জাত উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবেঃ**২। দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে জাত উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান আছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সিমেন উৎপাদনের মাত্রা নিম্নরুপঃ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| জুলাই/ ১৬ মাসে ক্রমপুঞ্জিত সিমেন উৎপাদন | আগষ্ঠ/১৬ মাসে সিমেন উৎপাদন | আগষ্ঠ/ ১৬ মাস পর্যন্ত মোট সিমেন উৎপাদন |
| ত:- ৮১,৩৯১ মাত্রাহি: ১,৬৫,০৯৫ মাত্রা | ১,১০,৩০১ মাত্রা২,৪৪,৮৫০ মাত্রা | ১,৯১,৬৯২ মাত্রা৪,০৯,৯৪৫ মাত্রা |
| মোট-২,৪৬,৪৮৬ মাত্রা | ৩৫৫১৫১ মাত্রা | ৬,০১,৬৩৭ মাত্রা |

 ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে কৃত্রিম প্রজননের সংখ্যা নিম্নরুপঃ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| জুলাই/ ১৬ মাসে ক্রমপুঞ্জিত কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা | আগষ্ঠ/১৬ মাসে কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা | আগষ্ঠ/ ১৬ মাস পর্যন্ত মোট কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা |
| ত: ৭৩,৮৮২ টিহি: ১,৮৫,৩০৬ টি | ৯২,২২৪ টি১,৯৮,৬৮৯ টি | ১,৬৬,১০৬ টি৩,৮৩,৯৯৫ টি |
| মোট- ২,৫৯,১৮৮ টি | ২,৯০,৯১৩ টি | ৫,৫০,১০১ টি |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| জুলাই/ ১৬ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাচ্চা উৎপাদনের সংখ্যা | আগষ্ঠ/১৬ মাসে বাচ্চা উৎপাদনের সংখ্যা | আগষ্ঠ/ ১৬ মাস পর্যন্ত মোট বাচ্চা উৎপাদনের সংখ্যা |
| ত: এড়ে-১৫,৭২০ টিত: বকনা-১২,১৯৬ টি | ১৭,০২৭ টি১৩,৪২৪ টি | ৩২,৭৪৭ টি২৫,৬২০ টি |
| মোট- ২৭,৯১৬ টি | ৩০,৪৫১ টি | ৫৮,৩৬৭ টি |
| হি: এড়ে-৩৭,২০২ টিহি:বকনা-২৯১৭৮ টি | ৩৮,৮২৬ টি৩০,৫৫৯ টি | ৭৬,০২৮ টি৫৯,৭৩৭ টি |
| মোট- ৬৬,৩৮০ টি | ৬৯,৩৮৫ টি | ১,৩৫,৭৬৫ টি |
| সর্বমোট ৯৪,২৯৬ টি | ৯৯,৮৩৬ টি | ১,৯৪,১৩২ টি |

**(৩) দেশের আপামর জনসাধারণের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের জন্য কো-অপারেটিভের মাধ্যমে খামার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবেঃ**মহিষ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় দেশের মানুষের দুধ মাংসের চাহিদা পূরনের লক্ষ্যে মহিষের কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে মহিষের বাচ্চা উৎপাদিত হচ্ছে। প্রকল্প শুরু হতে জুলাই/১৬ মাস পর্যন্ত মহিষের কৃত্রিম প্রজনন ও বাচ্চা উৎপাদনের সংখ্যা নিম্নরুপ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| মে/ ১৩ হতে জুলাই/১৬ মাস পর্যন্ত মহিষের কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা | আগষ্ঠ/১৬ মাসে কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা | প্রকল্প শুরু হতে আগষ্ঠ/১৬ মাস পর্যন্ত মহিষের কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা |
| ১১৪৬ টি | ২৩ টি | ১১৬৯ টি |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| প্রকল্প শুরু হতে জুলাই/১৬ মাস পর্যন্ত মহিষের বাচ্চা উৎপাদন | আগষ্ঠ/১৬ মাসে মহিষের বাচ্চা উৎপাদন সংখ্যা | প্রকল্প শুরু হতে আগষ্ঠ/১৬ মাস পর্যন্ত মহিষের মোট বাচ্চা উৎপাদন সংখ্যা |
| এড়ে- ৬৯ টিবকনা- ৪৮ টি | এড়ে- ০২ টিবকনা-০৩ টি | এড়ে- ৭১ টিবকনা-৫১ টি |
| মোট= ১১৭ টি | ০৫ টি | ১২২ টি |

# গবাদিপশুর কৃত্রিম প্রজনন কাজে নিয়োজিত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের তথ্যাদি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২৩/০৮/২০১৬ খ্রি: তারিখের নং- শাখা-৪/কৃ-৯(২)/২০১৪/৪৭৮ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়েছে। দেশে একমাত্র বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ব্র্যাক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাথে সমঝোতা স্মারক স্মাক্ষরের মাধ্যমে গবাদিপশুর কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।**(৪) দুধ ও মাংসের চাহিদা পূরণে দেশের দক্ষিণ এবং পশ্চিমাঞ্চলে বিরাট চর এলাকায় মহিষের খামার প্রতিষ্ঠা ও পনির উৎপদান করতে হবেঃ** (৪) দুধ ও মাংসের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে দেশের দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলে মহিষের খামার ও পনির উৎপাদনের জন্য মহিষ পালনকারী কৃষকদের মাঝে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে খামার প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি ও পনির উৎপাদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।কিশোরগঞ্জ জেলার কুলিয়ারচর ও অষ্টগ্রাম উপজেলায় পনির উৎপাদনকারীদেরকে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। পার্শ্ববর্তী উপজেলা সমূহে বিষয়টির সম্প্রসাণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।\* আধুনিক পদ্ধতিতে পনির উৎপাদন সরকারী পর্যায়ে এখনও সম্ভব হয় নাই। তবে বেসরকারী পর্যায়ে আধুনিক পদ্ধতিতে পনির উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। এর মধ্যে প্রাণ কোম্পানী বর্তমানে প্রতি মাসে ৩-৪ টন পনির উৎপাদন করছে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য কোম্পানীও আধুনিক পদ্ধতিতে পনির উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহন করবে।**(৫) বিদেশে প্রচুর চাহিদার প্রেক্ষিতে ভেড়ার মাংস উৎপাদনে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবেঃ** ৫। সমাজভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়ার উন্নয়ন ও সংরক্ষন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় ভেড়া পালনকারীদেরকে প্রশিক্ষন ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্পের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ৬০ টি জেলায় ১১৯৪০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ফলে ১১৯৪০ টি ভেড়ার খামারের উন্নয়ন হয়েছে। ২৯ টি জেলায় দরিদ্র ভেড়ার খামারীদের সেড নির্মানে সহায়তা হিসাবে ৩৫ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে এবং জেলায় ৭৮ জন সফল ভেড়ার খামারীদের মধ্যে ২৫ লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া ৫৩০০ খামারীকে ২০১৫-১৬ অর্থ বছর পর্যন্ত রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া ৩ টি পার্বত্য জেলায় বিনামূল্যে ভেড়া বিতরণ কার্যক্রমের আওতায় ১০টি উপজেলায় ২০ জন করে ২০০ জন ভেড়া পালনকারীদের মধ্যে ০২ টি ভেড়ী ও ০১ টি ভেড়ার পাঠা করে ২০০X৩ = ৬০০ টি ভেড়া বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। (৫) (ক) বগুড়া ভেড়ার খামারে বয়স্ক ভেড়ার সেড- ৪টি, গ্রোয়িং ল্যাম্ব সেড- ০২ টি ও আইসোলেশন সেড- ১টি।(খ) রাজাবাড়ীহাট, রাজশাহীর ভেড়ার খামারে বয়স্ক ভেড়ার সেড-২টি, গ্রোয়িং ল্যাম্ব সেড- ১টি ও আইসোলেশন সেড- ১টি।(গ) ফকিরহাট, বাগেরহাট ভেড়ার খামারে বয়স্ক ভেড়ার সেড-২টি, গ্রোয়িং ল্যাম্ব সেড- ১ টি ও আইসোলেশন সেড- ১টি। সর্বমোট = ৩ টি খামারে ১৫ টি ভেড়ার সেড।**(৬) মনিটরিং ও আইন প্রয়োগের মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্যে ফরমালিন মিশ্রণের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবেঃ** ৬। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উদ্যোগে পশুখাদ্য ও প্রাণিজাতখাদ্যে নিষিদ্ধ হেভীমেটাল (ক্রোমিয়াম), কেমিক্যালস (ফরমালিন), ঔষধ ইত্যাদি ভেজাল প্রতিরোধে স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্যক্রম চলমান আছে। তদানুযায়ী প্রশাসনের সহযোগিতা ও বিভাগীয় উদ্যোগে নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান, প্রচার প্রচারনা, পশুখাদ্য ও প্রাণিজাত খাদ্য উৎস্যে ও বিক্রয় কেন্দ্রে পরিদর্শন/মনিটরিং এবং সন্দেহজনক খাদ্য নমূনা পরীক্ষর জন্য গবেষণাগারে প্রেরণ, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে আগষ্ট/ ২০১৬ পর্যন্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি নিম্নরুপঃ-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| বিষয় | জুলাই/১৫ হতে জুলাই/১৬ পর্যন্ত | আগষ্ঠ/১৬ মাসে | আগষ্ট/১৬ পর্যন্ত মোট |
| মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সংখ্যা | ৬৭ টি | ২টি | ৬৯টি |
| জব্দকৃত খাদ্যের পরিমান | ২৮১৮৫৫ কেজি | ০৫ কেজি | ২,৮২,৮৬০ কেজি |
| বিনষ্টকৃত ভেজাল খাদ্যের পরিমান | ৪৭০৩ কেজি | ৭৮ কেজি | ৪৭৮১ কেজি |
| মামলা ও গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির সংখ্যা | ০৪ জন | ০১ জন | ০৫ জন |
| আদায়কৃত জরিমানার পরিমান | ৯,৪৭,৫৪০ টাকা | - | ৯,৪৭,৫৪০ টাকা |
| খাদ্য নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা | ২,৮৭৩ টি | ১৪৩ টি | ৩,০১৬ টি |

 ১। চট্টগ্রাম বিভাগে ১ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা হয়েছে। ২। ময়মনসিংহ বিভাগে ১ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা হয়েছে। পশুখাদ্য ও প্রাণিজাতখাদ্য এবং অন্যান্য উপকরণের মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষে গৃহীত প্রকল্পের বিবরণঃEstablishment of Quality Control Laboratory for safe animal originated food and food products প্রকল্পটি এক নেক কর্তৃক গত ১২/০৪/২০১৬ তারিখ অনুমোদিত হয়েছে। \* মৎস্য ও পশুখাদ্য বিধি ২০১০ অনুযায়ী মৎস্য ও পশুখাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পূর্বক নিবন্ধন প্রদান এবং নিবন্ধন ব্যতিত কোন প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি মৎস্য ও পশুখাদ্য তৈরী করে তা বন্ধ করার জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ১-৩/০৬/২০১৬ খ্রি: তারিখের নং- শাখা-৪/বিবিধ-১৫৭ (৩)/২০১৬/২৬৪ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে অবহিত করানো হয়েছে।**বিএলআরআইঃ** **গরুর জাত উন্নয়ন**দেশীয় জাতের গরুর কৌলিকমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিএলআরআই আরসিসি, নর্থবেঙ্গল গ্রে ক্যাটেল, মুন্সিগঞ্জ ক্যাটেল, বিএলআরআই ক্যাটেল ব্রীড-১ (আরসিবি-১) প্রভৃতি জাতের উপর নিবিড়ভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমানে মুন্সি গরুর insitu condition এ উৎপাদন ও প্রজনন সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এছাড়া, গ্রামীন খামারী পর্যায়ে দুগ্ধশিল্পের পরিসরের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ইতোমধ্যেই “ডেইরী উন্নয়ন গবেষণা প্রকল্প” শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। **মহিষের জাত উন্নয়ন**অধিক উৎপাদনশীল সংকর জাতের মহিষ উৎপাদনের লক্ষ্যে দেশী জাতের মহিষের সাথে মেডিটেরিয়ান মুররা ও নিলি-রাভি মহিষের সিমেনের মাধ্যমে সংকরায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে মুররা দেশী জাতের সংকর মহিষের ১টি বকনা ও ২টি ষাঁড় এবং নিলি-রাভি দেশী জাতের সংকর মহিষের ২টি ষাঁড় ও ১টি বকনা জন্মগ্রহণ করেছে। বর্তমানে ৪টি মহিষ গর্ভবতী রয়েছে এবং নতুন করে ১২টি মুররা ও ১১টি নিলি-রাভী মহিষকে কৃত্রিম উপায়ে প্রজনন করা হয়েছে।স্বল্পতম সময়ে ভেড়ার মাংস উৎপাদন সম্পর্কিত লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে এবং কমিউনিটি পর্যায়ে বিএলআরআই গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দেশী ভেড়ার জাত উন্নয়নের লক্ষ্যে অস্ট্রেলিয়া হতে তিনটি উন্নত জাতের (সাফোক, ডরপার, পেরেনডাল) ভেড়া আমদানি করা হয়েছে এবং দেশী আবহাওয়ার সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে মোট ১৪টি ভেড়ার গর্ভধারণ নিশ্চিত করা হয়েছে। ইতিমধ্যে পেরেনডাল জাতের ৩টি ভেড়ী বাচ্চা প্রসব করেছে। ২টি পুংলিঙ্গ বাচ্চার ওজন ৩.৫ কেজি ও ২.৭ কেজি এবং ১টি স্ত্রীলিঙ্গ বাচ্চার ওজন ২.৪ কেজি।বিএলআরআই কর্তৃক এ যাবৎ উদ্ভাবিত গরুর জাত প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরসহ অন্যান্য সংস্থায় প্রদানের ১টি তালিকা এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তি হস্তান্তর সংক্রান্ত তথ্য সম্বলিত ১টি তালিকা তৈরীর কাজ চলমান রয়েছে, যা সমাপ্তির অব্যবহিত পরই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।বিএফআরআইঃ **gvbbxq cÖavbgš¿xi wb‡`©kbv Abyhvqx Òevsjv‡`‡ki wbe©vwPZ GjvKvq KzwPqv I KvuKov Pvl Ges M‡elYv (weGdAviAvB K‡¤úv‡b›U) cÖKíÓ GKs Ògy³v Pvl cÖhyw³ Dbœqb I m¤cÖmviYÕ cÖKí বাস্তবায়নঃ** (1) gvbbxq cÖavbgš¿xi wb‡`©kbv Abyhvqx Òevsjv‡`‡ki wbe©vwPZ GjvKvq KzwPqv I KvuKov Pvl Ges M‡elYv (weGdAviAvB K‡¤úv‡b›U) cÖKíÓ Ges Ògy³v Pvl cÖhyw&³ Dbœqb I m¤cÖmviYÓ cÖKí ev¯Íevqb Kiv n‡”Q| GQvov ÒPuv`cyi¯’ b`x †K‡›`ª Bwjk M‡elYv DBs ¯’vcbÓ kxl©K 01wU Dbœqb cÖKí Aby‡gv`‡bi Rb¨ cwiKíbv gš¿Yvj‡q cÖwµqvaxb Av‡Q| তেলাপিয়া মাছ স্বাস্থ্য সম্মত ও এতে কোন ক্ষতিকর বস্তু নাই। বিষয়টি জনগণের মধ্যে বহুল প্রচারের নিমিত্ত বিটিআরসি’র মাধ্যমে ক্ষুদে বার্তা প্রদানের জন্য সচিব মহোদয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।   | (১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।(২) বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের নেতৃত্বে মৎস্য অধিদপ্তর ও বিএফআরআই কর্তৃক আগামী ৩ মাসের মধ্যে Value added ইলিশ, তেলাপিয়া ও অন্যান্য মাছ ও মৎস্যজাত পণ্য বাজারজাত করণের সম্ভাব্যতা যাচাই করতঃ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিলের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | সকল সংস্থা প্রধান ও মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ। |
| ৪.৩ | এ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement-APA) প্রস্ত্তত করণ। | উপসচিব (প্রশাসন-২) সভাকে অবহিত করেন যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক APA এর উপর এ মন্ত্রণালয় গত অর্থ বছরে ৯৪.৬৯ নম্বর পেয়েছে। জুলাই/২০১৬ মাসের evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³i প্রতিবেদন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য আইসিটি ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** মৎস্য অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement-APA) বাস্তবায়ন অগ্রগতির মাসিক প্রতিবেদন প্রতিমাসের ১০ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** গত ২৮ জুন/২০১৬ খ্রি: তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক এর মধ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (২০১৬-১৭ স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম চলমান আছে। যার অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে এবং অধিদপ্তরের ওয়েব-সাইডে হালনাগাদ করা হবে। ১। মহাপরিচালক এর সাথে ৪ জন পরিচালকের ২৯/০৬/২০১৬ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর হয়।২। পরিচালক, প্রাণিস্বাস্থ্য ও প্রশাসন, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা এর সহকারী পরিচালক (খামার), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা এর সাথে ২৯/০৬/২০১৬ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর হয়।৩। পরিচালক, সম্প্রসারণ এর ৮ জন উপ পরিচালকের সাথে ৩০/০৬/১৬ তারিখে ও ১ জন উপ-পরিচালকের সাথে ২৪/০৭/১৬ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর হয়।৪। পরিচালক, উৎপাদনের দুগ্ধ খামার, পোল্ট্রি খামার,হাঁস খামার এর ৪৮ জন কর্মকর্তার সাথে ১০/০৭/২০১৬ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর হয়।৫। পরিচালক, গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ণ, প্রাণিসম্পদ গবেষনাগার, প্রতিষ্ঠান মহাখালী, ঢাকা এর সাথে সংশ্লিষ্ট পি, এস, ও ২৫ জন কর্মকর্তার সাথে ৩০/০৬/১৬ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর হয়।৬। উপ-পরিচালক, কৃত্রিম প্রজনন ও ঘাস উৎপাদন, প্রাণিস্মপদ দপ্তর, ঢাকা এর সংশ্লিষ্ট সহকারী পরিচালকদের সাথে ১২/০৭/১৬ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর হয়।৬। উপ-পরিচালক, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা এর সাথে জেলা পর্যায়ের ১৩ জন কর্মকর্তার সাথে ১২/০৭/১৬ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর হয়।৭। উপ-পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, চট্টগ্রাম এর সাথে জেলা পর্যায়ের ১১ জন কর্মকর্তার সাথে ১৩/০৭/১৬ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর হয়।৮। উপ-পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, রাজশাহী এর সাথে জেলা পর্যায়ের ০৮ জন কর্মকর্তার সাথে ৩০/০৭/১৬ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর হয়।৯। উপ-পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, খুলনা বিভাগ যশোর এর সাথে জেলা পর্যায়ের ১০ জন কর্মকর্তার সাথে ৩০/০৬/১৬ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর হয়।১০। উপ-পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, বরিশাল এর সাথে জেলা পর্যায়ের ০৬ জন কর্মকর্তার সাথে ৩০/০৬/১৬ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর হয়।১১। উপ-পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, সিলেট এর সাথে জেলা পর্যায়ের ০৪ জন কর্মকর্তার সাথে ৩০/০৬/১৬ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর হয়।১২। উপ-পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, রংপুর এর সাথে জেলা পর্যায়ের ০৮ জন জন কর্মকর্তার সাথে ৩০/০৭/১৬ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর হয়। ও ১৩। উপ-পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, ময়মনসিংহ এর সাথে জেলা পর্যায়ের ০৪ জন কর্মকর্তার সাথে ৩০/০৭/১৬ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর হয়।**বিএফডিসিঃ** বিষয়টি অনুসরণ করা হচ্ছে। **বিএলআরআইঃ** বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) (এর আগস্ট, ২০১৬ মাসের অগ্রগতি পিএন্ডই-৭/এপিএ-১/২০১৫/১৬৮২ তারিখ- ০৮/৯/২০১৬ খ্রিঃ স্মারক মূলে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। **বিএফআরআইঃ** 2016-2017 mv‡j ev¯Íevq‡bi Rb¨ weMZ 28-06-2016 Bs gš¿Yvj‡qi mv‡\_ Bbw÷wUD‡Ui (APA) ¯^v¶wiZ n‡q‡Q Ges Gi ev¯Íevqb AMÖmigvb i‡q‡Q| AvMó/2016 gv‡mi cÖwZ‡e`b gš¿Yvj‡q †cÖiY Kiv n‡q‡Q|**মেরিন ফিশারিজ একাডেমিঃ** †gwib wdkvwiR GKv‡Wwgi 2016-2017 mv‡ji APA MZ 28/06/2016 Zvwi‡L ¯^vÿwiZ n‡q‡Q| ev¯Íevq‡bi KvR Pjgvb Av‡Q|  | APA-এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ (হার্ড কপি ও সফট কপি) ও মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং মন্ত্রণালয়ের উইং প্রধানগণ কর্তৃক APA-এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিত পর্যালোচনা এবং কমিটির প্রত্যেক সদস্য কর্তৃক কমপক্ষে একটি সংস্থার APA-এর কার্যক্রম নিয়মিত পর্যালোচনা করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | সকল সংস্থা প্রধান/ মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা |
| ৪.৩ | মাস্টার প্ল্যান প্রস্তুত | এ বিষয়ে সচিব মহোদয় বলেন যে, প্রত্যেক সংস্থার মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী ভবিষ্যত ৫০ বছরের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা জরুরি। এতে সরকারি কাজের গতি বৃদ্ধি পাবে। তাই সকল সংস্থা প্রধানগণকে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে পৃথক পৃথক মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নপূর্বক তা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** বাংলাদেশের মৎস্য সেক্টরের মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ৬ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটি ও ৩৩ সদস্য বিশিষ্ট মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাছাড়া বিগত ১৮.০৮.২০১৬ খ্রি. তারিখে থিমেটিক এরিয়াভিত্তিক ০৫টি উপকমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি কর্তৃক স্ব-স্ব থিমেটিক এরিয়াভিত্তিক খসড়া উপস্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।**প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ সেক্টরের ৫০ বছর মেয়াদী মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়নের লক্ষ্যে গত ১৭/০৫/২০১৬ খ্রি: ২৫ সদস্য বিশিষ্ট ১ টি কোর কমিটি এবং তৎপ্রেক্ষিতে ৫ টি উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে। উপকমিটি সমূহ কর্তৃক খসড়া মাষ্টারপ্ল্যান উপস্থাপনের নিমিত্ত্বে তাগিদ পত্র প্রদান করা হয়েছে।**বিএফআরআইঃ** Bbw÷wUDU KZ…©K cÖYxZ Lmov gvóvi cø¨vb PzovšÍKi‡Yi j‡¶¨ Kvh©µg Pjgvb i‡q‡Q| h\_vkxNÖB Zv gš¿Yvj‡q †cÖiY Kiv n‡e|**বিএলআরআইঃ** মাষ্টার প্ল্যান প্রস্তুত করে গত ১৩/৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং গত ০৯/৫/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের উপস্থিতিতে Power Point এ উপস্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে পুন সংশোধনী চলমান রয়েছে, যা অতি শীঘ্রই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। **বিএফডিসিঃ** মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। **মেরিন ফিশারিজ একাডেমিঃ** †gwib wdkvwiR GKv‡Wwgi gvóvi cøvb cÖYq‡bi KvR cÖkvmwbK gš¿Yvj‡qi gva¨‡g ¯’vcZ¨ Awa`ß‡i cÖwµqvaxb Av‡Q| | সকল সংস্থার ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নপূর্বক তা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | সকল সংস্থাপ্রধান ও সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা।  |
| ৪.৪ | আইন/ বিধিমালা প্রণয়ন।  | উপসচিব (মৎস্য-২)/ সভাকে অবহিত করেন যে, **(ক)** **‘‘মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৬’’:** “মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৬ এর খসড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য নথি উপস্থপন করা হয়েছে। যা মন্ত্রী মহোদয়ের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। অনুমোদিত হলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে**।** **(খ)** **প্রস্তাবিত ‘‘মৎস্য ও মৎস্য পণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন/২০১৬ :** মৎস্য ও মৎস্য পণ্য (পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৬ এর উপর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুসারে আইন ও বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বন অধিদপ্তর এবং অর্থ বিভাগ হতে মতামত পাওয়া গেছে। উক্ত মতামতে প্রস্তাবিত আইনের সংগে কিছু বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তরের মতামতের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ০৪-০২-২০১৬ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রস্তাবিত আইন সংশোধন করা হয়েছে। সার সংক্ষেপ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।**(গ)** **‘‘পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা,২০১৬’’ :** পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা, ২০১৬ অত্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের পর লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছিল। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ হতে উক্ত খসড়াটির কতিপয় স্থানে পুনরায় পযবেক্ষনক্রমে মতামত দিয়েছেন। সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে ১৮-০৭-২০১৬ তারিখ পত্র দেয়া হয়েছিল। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে সংশোধিত আকারে প্রস্তাব পাওয়া গেছে। **(ঘ)** **‘‘বাংলাদেশ চিড়িয়াখানা আইন,২০১৬’’ :** বাংলাদেশ চিড়িয়াখানা আইন, ২০১৬ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের লক্ষ্যে গত ১০-০৪-২০১৬ তারিখে সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় মহোদয়ের সভাপতিত্বে অভ্যন্তরীণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। **সভার সিদ্ধান্তের আলোকে সংশোধন, সংযোজন এর জন্য ২৮-০৬-২০১৬ তারিখ পত্র দেয়া হয়েছিল। সংশোধনীসহ প্রস্তাবিত আইনটি না পাওয়ায় পুনরায় ২০-০৯-২০১৬ তারিখে তাগিদ দেয়া হয়।****(ঙ) প্রাণিকল্যাণ আইন-১৯২০ শীর্ষক আইনের পরিবর্তে একটি নতুন আইন প্রণয়নঃ** প্রাণিকল্যাণ আইন, ২০১৬ এর খসড়া চূড়ান্ত করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য সারসংক্ষেপ মন্ত্রী মহোদয় বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে। মন্ত্রি মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত হলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে।**(চ) অবৈধ কারেন্ট জালঃ** এ বিষয়ে এ্যাটর্ণী জেনারেল অফিসের সংগে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। চেম্বার জজ কর্তৃক প্রদত্ত স্থগিতাদেশ বর্ধিত হয়েছে মর্মে এওআর প্রত্যয়ন পত্র দিয়েছেন। সেটি জেলা প্রশাসক, মুন্সিগঞ্জকে অবহিত করা হয়েছে। শুনানীর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।**(ছ) জাতীয় ডেইরী উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৬ এবং জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ন নীতিমালা-২০১৬ :** জাতীয় ডেইরী উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৬ ও জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ন নীতিমালা, ২০১৬ চূড়ান্ত করার জন্য বিগত ২৭-০১-২০১৬ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় নীতিমালা ও আইন চূড়ান্তকরণের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে বিগত ২৮-০২-২০১৬ তারিখের মধ্যে রিপোর্ট প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। উক্ত কমিটি হতে জাতীয় ডেইরী উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৬ এবং জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ন নীতিমালা, ২০১৬ রিপোর্ট পাওয়া গেছে। জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ন নীতিমালা, ২০১৬ কাযক্রম গ্রহণ করার জন্য প্রাণিসম্পদ-২ শাখায় হন্তান্তর করা হয়েছে।এবং জাতীয় ডেইরী উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৬ আইন চূড়ান্তকরণের কাজ চলছে। **(জ)** **সামুদ্রিক মৎস্য নীতিমালাঃ** বঙ্গোপসাগরে মৎস্য আহরণ বিষয়ক “জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্য নীতিমালা-২০১৬” এর খসড়া চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত সর্বশেষ গত ১৭/০২/২০১৬ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে নীতিমালাটি পুনর্গঠন করে শীঘ্রই মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করার জন্য নথি উপস্থাপন করা হয়েছে। একই সাথে সামুদ্রিক মৎস্য আইন,২০১৬ এর খসড়া করা হয়েছে এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নিকট মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। **(ঝ) মেরিন ফিশারিজ একাডেমির গঠন ও পরিচালনা সংক্রান্ত আইন প্রণয়নঃ** মেরিন ফিশারিজ একাডেমি আইন,২০১৬ এর খসড়া চূড়ান্তকরণের জন্য গত ১১-০২-২০১৬ তারিখে অভ্যন্তরীণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রস্তাবিত আইন সংশোধন করা হচ্ছে। **(ঞ) বাংলাদেশ ভেটিরিনারি কাউন্সিল আইন,২০১৬:** বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল আইন, ২০১৬ এর খসড়া চূড়ান্ত করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়েছে**।** মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত হলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে।এ মাসে মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনে মোট ১৫টি নতুন রিট পিটিশন দায়ের হয়েছে।  | **(ক)** মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দ্রুত প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। **(খ)**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দ্রুত প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। **(গ)**বিষয়টি Follow up করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।**(ঘ)** বিষয়টি Follow up অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।**(ঙ)** দ্রুত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।**(চ)**বিষয়টি Follow up অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। **(ছ)** আইন ও নীতিমালার বিষয়টি দ্রুত চূড়ান্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। **(জ)** নীতিমালাদ্রুত পূনর্গঠনপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।**(ঝ)**মেরিন ফিশারিজ একাডেমির গঠন ও পরিচালনা সংক্রান্ত আইন দ্রুত চূড়ান্তকরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। **(ঞ)** দ্রুত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে সারসংক্ষেপ প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | অতিঃ সচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-১)/ DG, DLS/ DG, DOF/ অধ্যক্ষ, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি/ উপসচিব (আইন)/ প্রাণিসম্পদ-৩)/ সিনিয়র সহকারী সচিব (মৎস্য-৪)/  |
| ৪.৫ | জেলা/ উপজেলা পর্যায়ের অফিস ও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প পরিদর্শন  | এ মন্ত্রণালয়ের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ সেপ্টেম্বর,২০১৬ মাসে জেলা/ উপজেলা পরিদর্শন করেছেন। **(১)** জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, উপসচিব (প্রশাসন-৩) ২৩-২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখ পাবনা জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, সদর উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও সদর উপজেলা মৎস্য দপ্তর পরিদর্শন করেছেন। **(২)** ড. শেখ হারুনুর রশিদ আহমদ, উপসচিব (বাজেট) ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখ বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা, মিরপুর, ঢাকা এবং কেন্দ্রীয় মুরগি খামার, মিরপুর, ঢাকা এর কার্যালয় পরিদর্শন করেছেন। **(৩)** জনাব মোঃ মুহিবুজ্জামান, উপসচিব (মৎস্য-৫) ২৫-২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখ সিলেট জেলার জেলা মৎস্য অফিস এবং জেলা/ বিভাগীয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প/ স্থাপনা পরিদর্শন করেছেন। **(৪)** জনাব মেহদী হাসান, উপসচিব (মৎস্য-৩) ২৭-২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখ ঝালকাঠি জেলায় চলমান প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ পরিদর্শন করেছেন। **(৫)** বেগম কে, এফ, এম জেসমীন আখতার, উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-৩) ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখ মানিকগঞ্জ জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, মানিকগঞ্জ সদর উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর এবং বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প/ খামারসমূহের কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন। **(৬)** জনাব মোঃ হামিদুর রহমান, উপসচিব (আইন) ২৪-২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা মৎস্য অফিসের অধীন মৎস্য নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্প পরিদর্শন করেছেন। **(৭)** জনাব অসীম কুমার বালা, উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-৪) ২-৩ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখ যশোর জেলার প্রাণিসম্পদ দপ্তরের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলীয় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প এবং প্রাণিসম্পদ কোয়ারেন্টাইন স্টেশন, বেনাপোল স্থলবন্দর, যশোর পরিদর্শন করেছেন। **(৮)** জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, উপপ্রধান ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখ পার্বত্য চট্টগ্রাম মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন করেছেন এবং ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখ সাভার, ঢাকা প্রাণিপুষ্টি উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প পরিদর্শন করেছেন। **(৯)** বেগম নিগার সুলতানা, সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রাণিসম্পদ-২) ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখ মানিকগঞ্জ জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় ও সদর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর এবং বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প/ সরকারি/ বেসরকারি খামারসমূহের কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন। **(১০)** বেগম নাসরিন সুলতানা, সিনিয়র সহকারী সচিব (মৎস্য-৪) ২৫-২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখ টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী উপজেলার প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর পরিদর্শন করেছেন।(১১) জনাব মোঃ নূরে আলম, সহকারী প্রধান ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখ বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা, মিরপুর, ঢাকা এবং কেন্দ্রীয় মুরগি খামার, মিরপুর, ঢাকা এর কার্যালয় পরিদর্শন করেছেন। **(১২)** জনাব মোঃ আব্দুল খালেক মিঞা, সহকারী সচিব (প্রশাসন-৪) ২৩-২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখ নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার প্রাণিসম্পদ দপ্তর এবং মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্প ও দাপ্তরিক অন্যান্য কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন। মাঠ পর্যায়ের অফিস পরিদর্শনের সময় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন করার জন্যও সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের অনেক কর্মকর্তা জেলা/উপজেলা পর্যায়ের অফিস পরিদর্শন করে পরিদর্শন রেজিস্টারে প্রতিবেদন লিপিবদ্ধ করেন না বলে উপসচিবগণ সভায় জানান। এর ফলে মাঠ পর্যায়ে মনিটরিং ব্যবস্থা সঠিকভাবে হচ্ছে না বলে প্রতীয়মান হয়। দপ্তরের বিভিন্ন রেজিস্টার যাচাই করেও তার সত্যতা পাওয়া যায়। সচিব মহোদয় প্রতিটি পরিদর্শনে অবশ্যই পরিদর্শন প্রতিবেদন লিপিবদ্ধ করা ও পরবর্তী পরিদর্শনে পূর্ববর্তী পরিদর্শনের নির্দেশনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিষয়ও পর্যবেক্ষন করবেন মর্মে নির্দেশনা প্রদান করেন।  | জেলা/ উপজেলা পর্যায়ের অফিস ও সংশ্লিষ্ট এলাকায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ (এফসিডিআইসহ) পরিদর্শনপূর্বক সফলতার/ ভাল দিকসমূহ উল্লেখ করার সাথে সাথে ত্রুটি বিচ্যুতিসমূহ যথাযথভাবে উল্লেখপূর্বক দ্রুত প্রতিবেদন সচিব বরাবর ৭ দিনের মধ্যে উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। (২) মাঠ পর্যায়ের অফিস পরিদর্শনের সময় (APA)-এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ৩.জেলা/উপজেলা পর্যায়ের অফিস পরিদর্শনকালে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ কর্তৃক অবশ্যই পরিদর্শন রেজিষ্টারে মতামত লিপিবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | DG, DoF/ DG, DLS/ উপসচিব (প্রশাসন-২/ প্রশাসন-৩) ও সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা |
| ৪.৬  | মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচার  | **মৎস্য** অধিদপ্তরঃ বিগত ২১/০৯/২০১৬ খ্রি. তারিখ দুপুর ১২ ঘটিকায় বেসরকারী চ্যানেল এটিএন নিউজে সাম্প্রতিক ইলিশ মাছের প্রাচুর্য সম্পর্কিত মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর এর বিশেষ সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়েছে। বিগত ২২/০৯/২০১৬ খ্রি. তারিখ সন্ধ্যা ৭ :০০ ঘটিকা, ৯ :০০ ঘটিকা ও রাত ১২ :৩০ ঘটিকায় বেসরকারী চ্যানেল Channel 24 এর সংবাদে “বর্তমানে ইলিশ মাছের অধিক প্রাপ্যতা” সম্পর্কে মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর এর বিশেষ সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়েছে। বিগত ২৩/০৯/২০১৬ খ্রি. তারিখ সন্ধ্যা ৭ :০০ ঘটিকায় বেসরকারী চ্যানেল ৭১ টিভি তে সাম্প্রতিক সময়ে ইলিশ মাছের অধিক প্রাপ্যতা সম্পর্কিত বিষয়ে মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর এর বিশেষ সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়েছে। evsjv‡`k †Uwjwfk‡b cÖwZw`b mKvj 7:30 wgwb‡U Òevsjvi K…wlÓ Abyôv‡b 5 wgwbU e¨vcx grm¨ welqK wewfbœ cÖwZ‡e`b cÖPvwiZ nq| GQvov cÖwZ mßv‡n Ô‡`k Avgvi gvwU AvgviÕ I Ô†mvbvjx dmjÕ bv‡g 1wU K‡i 2wU cÖvgvY¨ Abyôvb Ges gv‡m †gvU 8wU cÖvgvY¨ Abyôvb evsjv‡`k †eZv‡i cÖPvwiZ n‡”Q|প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ সময়োপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়মিত ইলেকট্রিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচার প্রচারের নিমিত্ত প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে আলাদা সেল গঠনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। সেল গঠনের পূর্বে নিম্নবর্ণিত ৩ (তিন) জন কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করবেন। ১। জনাব মো: আতাউর রহমান, প্রিন্সিপাল সায়েন্টিফিক অফিসার, লীভ/ ডেপুটেশন/ ট্রেনিং রিজার্ভ পদ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।২। ড: গোলাম রব্বানী, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, লীভ/ ডেপুটেশন/ ট্রেনিং রিজার্ভ পদ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।৩। জনাব মো: আবু সুফিয়ান, অতিরিক্ত জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, যশোর, প্রেষনে- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা। উপরোক্ত কর্মকর্তাগণ বর্তমানে দায়িত্ব পালনরত। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ০১/০৮/২০১৬ খ্রিঃ তারিখের নং- শাখা-৪/বিবিধ-৭৮(১)/২০০৭/৪০৮ সংখ্যক স্মারকে শ্রাবণ -আশ্বিন /১৪২৩ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশ বেতারে কৃষি বিষয়ক জাতীয় ও আঞ্চলিক অনুষ্ঠানে ‘‘দেশ আমার মাটি আমার’’ এবং সোনালী ফসল’ প্রচারিতব্য প্রাণিসম্পদ বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ‘‘দেশ আমার মাটি আমার’’ অনুষ্ঠানে সন্ধ্যা-৭.০৫ মিঃ ভাদ্র মাসের ১ম সপ্তাহে ছাগলের পি. পি. আর রোগ দমনে করনীয় সম্পর্কে**, ২য় সপ্তাহে বর্ষাকালে পারিবারিক পরিবেশে হাস পালনে করণীয় সম্পর্কে, ৩য় সপ্তাহে গবাদি পশুর ক্ষুরারোগ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে ৪র্থ সপ্তাহে গরুর কলিজাকৃমি রোগ ও তার প্রতিকার** সম্পর্কে ও ৫ম সপ্তাহে আত্নকর্মসংস্থানে কবুতর পালন সম্পর্কে সেই সাথে কৃষি বিষয়ক কার্যক্রমের ‘‘সোনালী ফসল’’ অনুষ্ঠানেও সন্ধ্যা-৬.০৫ মিঃ ভাদ্র মাসের ১ম সপ্তাহে মুরগীর রানীক্ষেত রোগ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে, ২য় সপ্তাহে ছাগলের ঠান্ডাজনিত রোগ দমনে করণীয় সম্পর্কে, ৩য় সপ্তাহে সাইলেজ তৈরি ও সংরক্ষণের পদ্ধতি সম্পর্কে, ৪র্থ সপ্তাহে গবাদি পশুর পেট ফাপা রোগ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে ও ৫ম সপ্তাহে গাভীর বাদলা রোগ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে বাংলাদেশ বেতার ইতোমধ্যে প্রচারিত হয়েছে। **বিএলআরআইঃ** পোল্ট্রি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ-এ দেশী মুরগি পালনকারী ও সুফলভোগী মহিলাদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি উদ্বোধন ও মুরগি বিতরণ অনুষ্ঠান স্থানীয় বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাসহ জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নিয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব নারায়ন চন্দ্র চন্দ, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। উক্ত অনুষ্ঠানটি প্রকাশনা ও জনসংযোগ শাখা, বিএলআরআই কর্তৃক ৮টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকা ও বিটিভিসহ পাঁচটি বেসরকারী চ্যানেলে প্রচার করা হয়। পত্রিকার কাটিং ও নিউজ ফুটেজ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও, খামারিদের মুরগী পালন বিষয়ক একটি লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। **বিএফআরআইঃ** 1) M‡elYv AMÖMwZ wel‡q B‡jKUªwbK I wcÖ›U wgwWqvq cÖPvi Kvh©µg Pjgvb i‡q‡Q| 2) weMZ 26-08-2016 Bs Zvwi‡L Bbw÷wUD‡Ui cvBKMvQv¯’ †jvbvcvwb †K‡›`ªi M‡elYv Kvh©µ‡gi Dci wewUwf‡Z GKwU mwPÎ cÖwZ‡e`b cÖPvwiZ n‡q‡Q|3) weMZ 30-08-2016 Bs Zvwi‡L Bbw÷wUD‡Ui cvBKMvQv¯’ †jvbvcvwb †K‡›`ªi M‡elYv Kvh©µ‡gi Dci wewUwf‡Z Av‡iv GKwU mwPÎ cÖwZ‡e`b cÖPvwiZ n‡q‡Q|  | **(ক)** সময়োপযোগী ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়মিত প্রচারের নিমিত্ত বাৎসরিক রোডম্যাপ প্রস্তুতপূর্বক তদানুযায়ী রেডিও টেলিভিশনে (বেসরকারি চ্যানেলসহ) প্রচার এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।**(খ)** পশু মোটাতাজা/ ফ্যাটেনিং সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার জন্য জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | DG, DoF/ DG, DLS/ DG, BFRI/ DG, BLRI/ উপপরিচালক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অধিশাখা/ শাখা  |
| ৪.৭ | অডিট আপত্তি  | সহকারী সচিব (প্রশাসন-৪) সভাকে অবহিত করেন যে, এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা হতে ত্রিপক্ষীয় সভার কার্যপত্র পাওয়া যায়। উক্ত কার্যপত্রের আলোকে এ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (আইন অধিশাখা) জনাব মোঃ হামিদুর রহমান এর সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মুরগী খামার, মিরপুর, ঢাকায় ২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় মোট ২২টি আপত্তি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আলোচিত আপত্তির মধ্যে ১৫ টি আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশ, ০২টি আপত্তির বিষয়ে পুনরায় তথ্য ভিত্তিক জবাব প্রেরণ এবং অবশিষ্ট ৫টি আপত্তির ব্রডশীট জবাব প্রেরণের সুপারিশ করা হয়।প্রতিবেদনাধীন মাসের নামঃ-আগস্ট**/২০১৬** ।

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| মন্ত্রণালয়/ দপ্তর/ অধিদপ্তর ও সংস্থার নাম | মোট আপত্তির সংখ্যা (১৯৭২ হতে) | ক্রমপুঞ্জিত নিষ্পত্তির মোট সংখ্যা (১৯৭২ হতে) | হালনাগাদ অনিষ্পন্ন মোট আপত্তির সংখ্যা | দ্বিপক্ষীয় সভার সংখ্যা | ত্রিপক্ষীয় সভার সংখ্যা | দ্বিপক্ষীয় সভায় আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশ | ত্রিপক্ষীয় সভায়আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশ | মন্তব্য |
| মওপম | ১১ | ০৬ | ০৫ | - | - | - | - |  |
| \* ডিওএফ | ১৩৩১৭ | ৯২৬৮ | ৪০৪৯ | ১ | - | ২০ | - |  |
| \* ডিএলএস | ৮৫৬৪ | ৫৮৯৩ | ২৬৭১ | - | ১ | - | ৬ |  |
| \* বিএফডিসি | ১৮১৫ | ১১৯৩ | ৬২২ | ১ | ১ | ৯৭ | ১২ |  |
| \* বিএফআর আই | ৬৩৬ | ৫১০ | ১২৬ | - | - | - | ৪ |  |
| বিএলআর আই | ২৯৭ | ২৯৭ | ২৯৭ | ১ | - | ২৩ | - |  |
| এমএফএ | ২৩ | ১১ | ১২ | - | - | - | - |  |
| মপতদ | ৫ | ২ | ৩ | - | - | - | - |  |
| বিভিসি | ১৪ | ০ | ১৪ | - | - | - | - |  |

মন্তব্যঃ\* ডিওএফ = ১৯৭২ খ্রিঃ হতে আগস্ট/১৬ পর্যন্ত মৎস্য অধিদপ্তরাধীন সকল দপ্তর, সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্প দপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে ক্রমপুঞ্জিত আপত্তির মোট সংখ্যা, অনিষ্পন্ন জের সংখ্যা এবং টাকার পরিমাণ দেখানো হয়েছে।\* ডিএলএস = (১) নতুন ৪টি আপত্তি প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । (২) ব্রডশীট জবাবের মাধ্যমে ২টি আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। (৩) ব্রডশীট জবাবের মাধ্যমে ৪টি আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়।(৪) ২৪/০৮/২০১৬ তারিখে সিলেট বিভাগে অনুষ্ঠিত ত্রিপক্ষীয় সভায় ১১টি আপত্তি মধ্যে ০৬টি আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়। (৫) ব্রডশীট জবাবের মাধ্যমে ১টি আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। (৬) ব্রডশীট জবাবের মাধ্যমে ৩টি আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে।\* বিএফডিসি =২৩/১১/২০১৫ হতে ৩১/০৫/২০১৬ পর্যন্ত সময় ১৮০টি অগ্রিম অনুচ্ছেদ এর কার্যপত্র ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠানের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে যার মধ্যে ১১/০৮/২০১৬ ইং তারিখে প্রধান কার্যালয়ের ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া ২৭৬ টি সাধারণ অনুচ্ছেদ এর কার্যপত্র দ্বিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠানের জন্য সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক অডিট অফিসে প্রেরণ করা হয়েছে; যার মধ্যে ২০/০৮/২০১৬ ইং তারিখ পর্যন্ত ১০টি ইউনিটে দ্বিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় আলোচিত সাধারণ অনুচ্ছেদের সংখ্যা ২৭৬টি এবং ১৮০টি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সুপারিশ করা হয়েছে। \* বিএফআরআই= ইনষ্টিটিউটের মোট ১২৬ (একশত ছাব্বিশ)টি অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির মধ্যেঃ১) ৩(তিন)টি আপত্তি আদালতে বিচারাধীন; ২) ৪(চার)টি আপত্তির উপর ইতিপূর্বে ত্রিপক্ষীয় সভা হয়েছে। ৩) ৪৮(আটচল্লিশ)টি আপত্তির জবাব অডিট অফিসে প্রেরণ করা হয়েছে। ৪) অবশিষ্ট ৭১টি আপত্তির জবাব তৈরির কার্যক্রম বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় অবস্থিত ইনষ্টিটিউটের কেন্দ্র ও উপকেন্দ্রে চলমান আছে। কেন্দ্র ও উপকেন্দ্র থেকে ব্রডশীট জবাব সংগ্রহ করে অডিট অধিদপ্তরে শীঘ্রই প্রেরণ করা হবে। এমতাবস্থায়, উপরের ৪৮টি আপত্তির প্রেরিত জবাবের উপর নিরীক্ষা অফিসের মন্তব্য না পাওয়ায় এবং ৭১টি আপত্তির জবাব তৈরীর কার্যক্রম চলমান থাকায় দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় সভা করা সম্ভব হয়নি।  | (১) নিয়মিত দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের মাধ্যমে নিরিক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। (২) দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় সভায় ক’টি আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে তা আলাদা কলামে উল্লেখ করারও সিন্ধান্ত গৃহিত হয়।  | অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ সকল সংস্থা প্রধান/ উপসচিব (প্রশাসন)/ সহকারী সচিব (প্রশা-৪)  |
| ৪.৮ | মামলা/ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি   | **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** ক) জনাব সাফা উদ্দীন, প্রোপাইটর, আহেল্লান এক্সিম ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল, ৫৩৭, মাঝিরঘাট রোড, চট্টগ্রাম- মৎস্য পণ্যে হেভি মেটালের সর্বোচ্চ রেসিডউয়াল মাত্রা পুনঃ নির্ধারনের বিষয়ে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং-৬৬২৯/২০১৬ দায়ের করেন। রিট পিটিশনের ওপর মহামান্য আদালত ১৪/০৬/২০১৬ খ্রি. তারিখে একটি রায়/আদেশের দেন। রায়/আদেশর বিরুদ্ধে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে কেস নং- Civil Misc. petiton (CMP), ৭৮০/২০১৬ দায়ের করা হয়। মাননীয় চেম্বার জজ মহোদয় ১৪/০৬/২০১৬ খ্রি. তারিখে সিএমপিটি শুনানী শেষে নিম্নবর্ণিত রায়/আদেশ প্রদান করেন-“In respect of frozen cat fish, we noticed that cadmium contents are above the acceptable limit and therfore the impugned order so far as relates to frozen cat fish be stayed till disposal of the rule”. খ) মেসার্স চামেলি খাতুন, প্রোঃ ভেনাস সী ফুডস কর্পোরেশন, ৭৭৮/এ আর আর সেন্টার (২য় তলা), ইকবাল রোড, ফিশারিঘাট, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম এর আমদানীকৃত ৪(চার) কনটেইনার মাছের নমুনা পরীক্ষণে ২ (দুই) কনটেইনারের নমুনায় লেড এর পরিমাণ গ্রহণযোগ্য মাত্রার বেশী পাওয়া কন্টেইনার সমূহ আটক করা হয়। উক্ত আটকাদেশের বিরুদ্ধে প্রোঃ ভেনাস সী ফুডস কর্পোরেশন কর্তৃক মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং-৯৯৪১/২০১৬ দায়ের করা হয়। উক্ত রিট পিটিশনের ওপর বিগত ১০/০৮/২০১৬ খ্রি. তারিখে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে অর্ন্তবর্তী আদেশ দেন। উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে কেস নং- Civil Misc petiton (CMP), ১০৭২/২০১৬ দায়ের করা হয়েছে এবং গত ২৩/০৮/২০১৬ খ্রি. তারিখে শুনানী হয়েছে। শুনানী শেষে মহামান্য আদালত নিম্নোক্ত রায়/আদেশ প্রদান করেন-“For stay operation of the said ad-interim order of direction dated 10.08.2016 passed by the High Court Division in Writ Petition No. 9941 of 2016 so far it relates to interim order of direction.” মামলাসমূহ নিয়মিত Follow up করা হচ্ছে এবং দ্রুত নিস্পত্তির চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।**প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** (১) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আগষ্ট/২০১৬ পর্যন্ত মামলার হালনাগাদ তথ্যাদি নিম্নরুপ:  ১। জজকোর্টের মামলা- ১২ টি২। হাইকোর্টের মামলা - ৫৮ টি ৩। সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগে - ০৭ টি৪। প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে- ০৪ টি এবং৫। মোবাইল কোর্ট মামলা- ০৪ টি।(২) মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহন করা হচ্ছে।**বিএফআরআই**: Bbw÷wUD‡Ui wewfbœ wel‡q 10wU gvgjv `ªæZ wb®úwËi j‡¶¨ Follow up Kiv n‡”Q| **বিএলআরআই**: ৪টি রিট মামলার জবাব দেয়ার কার্যক্রম চলমান এবং ১টি রীট মামলার রায়ের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করা হয়েছে, যা হিয়ারিং এর তারিখ প্রাপ্তির অপেক্ষায় রয়েছে। **বিএফডিসি**: প্রধান কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত মহামান্য হাইকোর্টে রীট মামলা ১৫টি, আপিল বিভাগে ১টি বিজ্ঞ জেলা জজ আদালতে ১১টি, ফৌজদারী আদালতে ৮টি ও বহিঃস্থ ইউনিটের ৩টিসহ মোট ৪১টি মামলা চলমান রয়েছে। মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য নিয়মিত Follow up করা হচ্ছে। **মেরিন ফিশারিজ একাডেমিঃ** মেরিন ফিশারিজ একাডেমির পক্ষে-বিপক্ষে কোন মামলা চলমান নাই। | অনিষ্পন্ন মামলাসমূহ নিয়মিত Follow up এবং দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | সকল সংস্থা প্রধান/ উপসচিব (মৎস্য-২ ও আইন)/ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা  |
| ৪.৯ | পেনশন কেইস দ্রুত নিষ্পত্তি  | অর্থ মন্ত্রণালয়ের গত ২৮/০১/২০১৪ তারিখের সার্কুলার অনুযায়ী পেনশন কেইস দ্রুত নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। উক্ত সার্কুলারে উল্লেখ রয়েছে যে, ‘‘সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এলপিআর/ পিআরএল-এ গমণের পূর্বের ০৩ বছরের রেকর্ডের ভিত্তিতে না-দাবি প্রত্যয়ন পত্র সংগ্রহপূর্বক পেনশন কেইসগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।’’ এ সার্কুলারের আলোকে ভবিষ্যতে নিয়মিতভাবে মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পেনশন কেইসগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করার বিষয়ে সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। অনিষ্পন্ন কেইসের কারণ সচিব মহোদয়কে অবহিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট অধিশাখার উপসচিব জানান যে, **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** আগস্ট ২০১৬ মাসে ৩টি পেনশন মঞ্জুরীর আবেদন পাওয়া গেছে। এ মন্ত্রণালয়ের অডিট (প্রশাসন-৪) শাখা থেকে ১টি কেইসে আপত্তি আছে মর্মে জানিয়েছে। বাকি ২টি আবেদন নিষ্পত্তিতে অনাপত্তি পাওয়ায় অচিরে বিবেচনা করা হবে। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** চলতি মাসে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ৬জন কর্মকর্তার পেনশন কেইস নিষ্পত্তি করা হয়েছে। প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ২টি। সকল কর্মকর্তাগণের জন্য ৮০% পেনশন মঞ্জুর করা যেতে পারে মর্মে সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।  | অধিদপ্তর/ দপ্তর/ সংস্থার পেনশন কেইসগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দ্রুত নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | DG, DOF/ DG, DLS/ উপসচিব (প্রাস-১ ও মৎস্য-১) |
| ৪.১০ | মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের হালনাগাদ গাড়ির সংখ্যা নির্ধারণ।  | উপসচিব (মৎস্য-১) সভায় জানান যে, হলুদ প্লেটের গাড়ীর বিষয়ে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে একটি স্থায়ী আদেশ জারীর নিমিত্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বরাবর সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করার লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় হতে গত ১২/০১/২০১৬ তারিখে একটি খসড়া সার-সংক্ষেপ চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে রাজস্ব বোর্ড থেকে অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি। গত ২২/৩/২০১৬ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়েছে। **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** মৎস্য অধিদপ্তরের হলুদ প্লেটের গাড়ীগুলোর বিষয়ে এনবিআর এ পুনঃযোগাযোগ করে জানা যায়, এনবিআর হলুদ প্লেটের তিনটি গাড়ির তথ্য জানানোর জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রাম কাস্টমস-এ পত্র দিয়েছে। কাস্টমস থেকে তথ্য জানার পর পরবর্তী অগ্রগতি জানা যাবে। ইতোমধ্যেই এনবিআর এ কার্যক্রমের তথ্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়েছে। দপ্তরের হলুদ প্লেটের গাড়ির ট্যাক্স পরিশোধ সংক্রান্ত বিষয়ে এনবিআর এর মতামত চাওয়া হলে এখন পর্যন্ত কোন মতামত পাওয়া যায়নি। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** (১) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ১৫/১১/২০১৫ খ্রি: তারিখের নং-প্রাসঅ/২এ/গপেকা-৬৭/২০১৫/১২৩৯ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে হলুদ প্লেটের যানবাহনগুলো মেরামত, ব্যবহার বা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রতিটি গাড়ীর বিবরণ ও কাগজপত্রের তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের পরবর্তী নির্দেশনা পাওয়ার পর প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক ব্যবস্থা নেয়া হবে।(২) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের যানবাহন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের TO&E ভূক্তকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক তথ্যাদি অধিদপ্তরের ২৪/০৯/২০১৬ ইং তারিখের নং-২এ/টি ও এন্ড ই-৩/২০১৬/৩৪৩ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। **বিএলআরআইঃ** বিআরটিএ কর্তৃক হলুদ প্লেট এর মাইক্রোবাস (নং- এটক-১৮৪) মহাপরিচালক, বিএলআরআইকে মালিকানা প্রদান করে নতুন নম্বর (ঢাকা-চ-৫১০০৫২) দিয়ে কার্যক্রম সমাপ্ত করেছে। মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের TO&Eভূক্ত করণের জন্য রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতের সকল গাড়ি সম্পর্কে আলাদা আলাদা সভা করার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।  | মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বিএলআরআই-এর হলুদ প্লেটের গাড়ীর ব্যাপারে জরুরি ভিত্তিতে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। (২) সংস্থার গাড়ি TO&Eভূক্ত করণের জন্য রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতের সকল গাড়ির হালনাগাদ তালিকা তৈরীপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য/ বাজেট)/ যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-১/ প্রাণিসম্পদ-২)/ সকল সংস্থা প্রধান/ উপসচিব (মৎস্য-১)/ সংশ্লিষ্ট অধিশাখা/ শাখা   |
| ৪.১১ | এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কিত বাৎসরিক প্রতিবেদন পুস্তকাকারে প্রকাশ  | মন্ত্রণালয়ের কাযক্রম সম্পর্কে বার্ষিক প্রতিবেদন পুস্তকাকারে প্রকাশ করার জন্য পূর্বের কমিটির ন্যায় চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের নেতৃত্বে নিম্নবর্ণিত কমিটি গঠনের বিষয়ে সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। **(ক)** চেয়ারম্যান, বিএফডিসি সভাপতি**(খ)** উপসচিব (প্রশাসন-২), এ মন্ত্রণালয় সদস্য**(গ)** উপসচিব (মৎস্য-৩), এ মন্ত্রণালয় -ঐ-**(ঘ)** উপপরিচালক (উপসচিব), মপ্রাতদ সদস্য-সচিবমৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কিত পরবর্তী বাৎসরিক প্রতিবেদন ১০ অক্টোবর ২০১৬ তারিখের মধ্যে চূড়ান্ত হবে মর্মে চেয়ারম্যান, বিএফডিসি সভাকে অবহিত করেন।   | মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থার বার্ষিক কার্যক্রমের প্রতিবেদন ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | চেয়ারম্যান, বিএফডিসি/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/ মৎস্য/ বাজেট)/ যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-১/ প্রাণিসম্পদ-২)/ সকল সংস্থা প্রধান/ উপপরিচালক, মপ্রাতদ/ উপসচিব (প্রশাসন-২)  |
| ৪.১২ | জনবলের ডাটাবেইজ প্রস্তুতকরণ  | **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** PDS সফটওয়্যার এর মাধ্যমে মৎস্য অধিদপ্তরের জনবলের ডাটাবেইজ নিয়মিত আপডেট রাখার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরে একজন আইটি অভিজ্ঞ লোককে দায়িত্ব প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।**প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** জনবলের ডাটাবেইজ (Database) নিয়মিত আপডেট রাখার জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আইসিটি শাখার প্রধান মো: সোহরাব হোসেনকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। কর্মকর্তাদের (Database)-এর কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট ([www.dls.gov.bd](http://www.dls.gov.bd))-এ ‌‍ কর্মকর্তাগণের ডাটাবেজ নামে সফটওয়ারটি সংযুক্ত করা হয়েছে। নিয়মিত আপডেট করা হচ্ছে।**বিএফডিসিঃ** বিষয়টি অনুসরণ করা হচ্ছে। **বিএফআরআইঃ** Bbw÷wUD‡Ui Rbe‡ji WvUv‡eR wbqwgZ Avc‡WU Kiv n‡”Q| **বিএলআরআইঃ** ১ম শ্রেণির জনবলের ডাটাবেজ প্রস্তুত করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে ইতোপূর্বে প্রেরণ করা হয়েছে এবং বিএলআরআই এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। যা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। | যেসকল সংস্থার জনবলের ডাটাবেইজ এখনো প্রস্তুত হয়নি আগামী ৭ দিনের মধ্যে প্রস্তুতপূর্বক পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করা এবং ভবিষ্যতে কর্মকর্তাদের বদলি/ পদায়ন/ বিদেশ ভ্রমনের প্রস্তাব প্রেরণের সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার PDSসহ প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | সকল সংস্থা প্রধান/ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা |
| ৪.১৩ | বকেয়া বিদ্যুৎ বিল ও ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ  | উপসচিব (প্রশাসন-২) সভাকে অবহিত করেন যে, এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/ অধিদপ্তর/ সংস্থায় বকেয়া বিদুৎ বিল থাকলে অগ্রীম বাজেট সংগ্রহ করে তা পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে। **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** মাঠ পর্যায় হতে সংগৃহীত সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী মৎস্য অধিদপ্তরে কোন বকেয়া বিদ্যুৎ বিল নেই। উল্লেখ্য যে, মে-জুন,২০১৬ মাসে মৎস্য অধিদপ্তরের সকল দপ্তরের চাহিদা মোতাবেক অর্থ বন্টন করা হয়েছে। ভূমি উন্নয়ন কর বাবদ বিগত ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট ৫১,৮০.০০০/- টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে এ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ের চাহিদার আলোকে ৪৫,৯০,৯৪৬/- টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।**প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও অধীনস্থ দপ্তর সমূহে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৪৮২১- বিদ্যুৎ উপকোডে ৮,৮২,৩৬,০০০/- (আট কোটি বিরাশি লক্ষ ছত্রিশ হাজার) টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। উক্ত বরাদ্দ হতে বিগত ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বকেয়া ১,০৩,২৯,৭৩৮/- (এক কোটি তিন লক্ষ উনত্রিশ হাজার সাতশত আটত্রিশ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। এবং ভূমি উন্নয়ন কর বাবদ ৪৬,১৩,১০২ টাকা বকেয়া রয়েছে যা চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বরাদ্দ হতে আংশিক পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহন করা হচ্ছে। অবশিষ্ট বকেয়া পরিশোধের জন্য চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে চাহিদা প্রদান প্রদান করা হবে। **বিএলআরআইঃ** বিদ্যুৎ বিল নিয়মিত পরিশোধ করা হচ্ছে এবং গত আগস্ট/১৬ পর্যন্ত বিল পরিশোধ করা হয়েছে। **মেরিন ফিশারিজ একাডেমিঃ** মেরিন ফিশারিজ একাডেমির বিদ্যুৎ বিল ও ভূমি উন্নয়ন কর হালনাগাদ পরিশোধকৃত। কোন বকেয়া নাই। | বকেয়া বিদ্যুৎ বিল ও ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধপূর্বক সকল সংস্থা থেকে হালনাগাদ তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | সকল সংস্থা প্রধান/ উপসচিব (প্রশাসন-২)/ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা  |
| ৪.১৪ | জরাজীর্ণ/ মেরামত অযোগ্য ভবন অপসারণ  | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বহুভবন জরাজীর্ণ/ মেরামত অযোগ্য অবস্থায় পড়ে আছে। প্রায় অধিকাংশ জেলা/ উপজেলায় নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। নতুন ভবনের সামনে অথবা পার্শ্বে পুরাতন জরাজীর্ণ ভবনগুলো একদিকে যেমন দৃষ্টিকটু ও চত্বরের বহু জায়গা জুড়ে অবস্থান করছে অন্যদিকে এগুলো প্রতিনিয়ত চত্বরের পরিবেশ দূষণ করছে। মৎস্য অধিদপ্তরাধীন অনেক স্থানেও পুরাতন ও জরাজীর্ণ ভবন রয়েছে। এসব পুরাতন/ জরাজীর্ণ ভবনগুলো যথাযথ প্রক্রিয়ায় অপসারণ করা হলে খালি জায়গায় ঘাসের নার্সারী তৈরী ছাড়াও ভবিষ্যৎ উন্নয়ন কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হবে। সচিব মহোদয় গণপূর্ত বিভাগের প্রত্যয়ন নিয়ে আগামী ২ মাসের মধ্যে সকল অপসারণ যোগ্য পুরাতন/ জরাজীর্ণ ভবনের তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং সংশ্লিষ্ট কমিটির অনুমোদনক্রমে দ্রুত নিলামে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।  | আগামী দুই মাসের মধ্যে গণপূর্ত বিভাগের প্রত্যয়ন নিয়ে অপসারণযোগ্য সকল পুরাতন/জরাজীর্ণ ভবনের তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ও যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দ্রুত নিলামে বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-১/২)/ DG, DOF/ DG, DLS |

**অধিদপ্তর/ দপ্তর/ সংস্থার বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত**

৫। মৎস্য অধিদপ্তর

| নম্বর | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহিত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য  | বাস্তবায়নে |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ৫.১ | মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের (নন-ক্যাডার) নিয়োগবিধি সংক্রান্ত  | উপসচিব (মৎস্য-১) সভায় জানান যে, মৎস্য অধিদপ্তর (ক্যাডার বহির্ভূত গেজেটেড কর্মকর্তা ও নন-গেজেটেড কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালার খসড়া চূড়ান্তকরণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ বিধি পরীক্ষণ সংক্রান্ত উপকমিটিতে প্রেরণ করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে গত ২০/০১/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় কয়েকটি পর্যবেক্ষণের আলোকে পুনরায় প্রস্তাব প্রেরণের জন্য এ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করে। পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক নিয়োগ যোগ্যতা নির্ধারণ, বেতন স্কেল/ শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা নির্ধারণ করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২০/০১/২০১৪ তারিখের অনুষ্ঠিত সভার পর্যবেক্ষণ/মতামতের আলোকে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নিমিত্ত প্রস্তাবের ১০ প্রস্থ প্রেরনের জন্য মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তরে পত্র দেয়া হয়েছে। | এ বিষয়ে Follow up করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ DG, DOF/ উপসচিব (মৎস্য-১)।  |
| ৫.২ | মৎস্য অধিদপ্তরের ১৫৩১টি পদ রাজস্বখাতে সৃজন  | উপসচিব (মৎস্য-১) সভায় জানান যে, ১৫৩১টি পদ সৃজনের যৌক্তিকতা নতুনভাবে তুলে ধরে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পদ সৃজনের প্রস্তাব প্রেরণ করার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের ৫/৯/২০১৬ তারিখের ৪০৮ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে পনুরায় প্রস্তাব প্রেরণের জন্য মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তরে পত্র দেয়া হয়েছে।  | বিষয়টি Follow upসহ মৎস্য অধিদপ্তর হতে জরুরি ভিত্তিতে পুনঃ প্রস্তাব প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ DG, DOF/ উপসচিব (মৎস্য-১)। |

৬। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

| নম্বর | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহিত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  ৬.১ | ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বড় পোল্ট্রি ফার্ম এবং ফিডমিল রেজিস্ট্রেশন | মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভাকে জানান যে, গবাদিপশু ও পোল্ট্রি ফার্ম রেজিষ্ট্রেশন ফি নির্ধারণ সম্পর্কিত বিষয়টি মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন ফার্ম রেজিস্ট্রেশন সেপ্টেম্বর/১৬ পর্যন্ত হালনাগাদ নিবন্ধিত খামারের সংখ্যা নিম্নরুপঃ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| খামার | জুলাই/ ১৬ পর্যন্ত | আগষ্ট/১৬ মাসে | আগষ্ট/১৬ পর্যন্ত সর্বমোট |
| গাভীর খামার | ৫৮,২৫৪ | ৫৫০ | ৫৮,৮০৪ |
| ছাগলের খামার | ৩,৯১৫ | ৫৮ | ৩,৯৭৩ |
| ভেড়ার খামার | ৩,৬২৯ | ৫৭ | ৩,৬৮৬ |
| **মোট** | **৬৫,৭৯৮** | **৬৬৫** | **৬৬,৪৬৩** |
| ব্রয়লার খামার | ৫৩,৮৯৯ | ৩৯৫ | ৫৪,২৯৪ |
| লেয়ার খামার | ১৮,৬৪০ | ২৯ | ১৮,৬৬৯ |
| হাঁস খামার | ৭,৬৮২ | ১০১৯ | ৮,৭০১ |
| হ্যাচারী/ প্যারেন্ট স্টক | ২০৭ | - | ২০৭ |
| গ্র্যান্ড প্যারেন্ট স্টক | ১৫ | - | ১৫ |
| মোট হাঁস-মুরগীর খামার | ৮০,৪৪৩ | ১৪৪৩ | ৮১,৮৮৬ |
| **সর্বমোট খামার** | **১,৪৬,২৪১** | **২,১০৮** | **১,৪৮,৩৪৯** |

পরবর্তীতে রেজিষ্ট্রেশন হলে তার তথ্য প্রেরণ করা হবে।(ক) দেশের সকল বেসরকারী খামার নিবন্ধনের কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ফিড মিল আগষ্ট/২০১৬ ইং পর্যন্ত ১৩১টি রেজিষ্টেশন হয়েছে এবং ৪৯‌টি আবেদনপত্র রেজিষ্ট্রেশনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।ল্যাবরেটরী রেজিস্ট্রেশনের জন্য ৩ (তিন) টি আবেদন পত্র পাওয়া গিয়াছে। আবেদন পত্রের আলোকে যাচাই বাছাইয়ের জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং কমিটির কার্যক্রম চলমান আছে। (খ) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২০/০৭/২০১৬ তারিখের নং- ১৭২৭ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে গবাদিপশুর শুক্রানু ও নবায়ন ফি পুন: বিভাজনের ভূতাপেক্ষ অনুমোদনের প্রস্তাব পুন: মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এর গত ২০/০৭/২০১৬ তারিখের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয় হতে ০৩/০৮/২০১৬ তারিখে বাণিজ্যকভাবে প্রাণিরোগ গবেষণাগার, প্রাণিহাসপাতাল,গবাদিপশুর শুক্রানু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ল্যাবরেটরি, সাপের খামার, কুমিরের খামার স্থাপনে আগ্রহী প্রতিষ্ঠানের নবায়ণ ফির বছর ওয়ারী বিভাজন ভূতাপেক্ষ অনুমোদনের জন্য অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়।অর্থ বিভাগ ৮/৯/২০১৬ তারিখে ’বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ও খামার স্থাপনে আগ্রহী প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন নবায়ন ফি পুনঃবিভাজন-এর প্রস্তাবে ভূতাপেক্ষ সম্মতি প্রদান করেছে।এ মন্ত্রণালয় হতে ২৪/০৯/২০১৬ তারিখে ’বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ও খামার স্থাপনে আগ্রহী প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন নবায়ন ফি পুনঃবিভাজনে ভূতাপেক্ষ সম্মতি প্রদান করা হয়েছে এবং ফি পুননির্ধারণের প্রস্তাবটি সংশোধিত ’পশুরোগ বিধিমালা ২০০৮’ গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ ২৬/০১/২০১৫ হতে ভূতাপেক্ষভাবে কার্যকরী করার জন্য মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে মর্মে সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রাণিসম্পদ-২) সভাকে অবহিত করেন।  | দেশের সকল বেসরকারি খামার, ফিডমিল ও ল্যাবরেটরি নিবন্ধনের আওতায় আনার জন্য কার্যক্রম অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | DG, DLS/সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রাস-২) |
| ৬.২ | ঝিনাইদহ ভেটেরিনারি কলেজ ও বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানার জনবল নিয়োগ।  | মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা, মিরপুর, ঢাকার নিয়োগ সংক্রান্ত রীট মামলা নং- ২৭১০/২০১০, ১২২০৮/২০১৪ এর রায় এবং ২৭৮৫/১৬ এর সরকারের বিরুদ্ধে Stay Order এবং Stay Order ভ্যাকেটিং সংক্রান্ত বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের মতামতের ভিত্তিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত প্রক্রিয়াধীন আছে।  | বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা, মিরপুর, ঢাকার কর্মচারী নিয়োগ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্নপূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিতকরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-১)/ যুগ্মপ্রধান/ DG, DLS  |
| ৬.৩ | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের রাজস্বখাতে পদ সৃজন।  | উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-১) সভাকে অবহিত করেন যে, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠনের লক্ষ্যে রাজস্বখাতে পদসৃজনের বিষয় বিবেচনার লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর থেকে স্বয়ংসম্পুর্ণ প্রস্তাব এখনো পাওয়া যায়নি। প্রস্তাব পাওয়া গেলে তা যাচাই বাছাই করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।  | দ্রুত প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর থেকে প্রস্তাব প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | DG, DLS/উপসচিব (প্রাস-১)  |

৭। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| নম্বর | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য  | বাস্তবায়নে |
| ৭.১ | নিয়োগবিধি অনুমোদন  | উপপরিচালক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর সভায় জানান যে, প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগবিধিমালা,২০১৬ গত ৩১/০৭/২০১৬ তারিখে কর্মকমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।  | বিষয়টি Follow up করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | উপসচিব (প্রশা-২)/ উপপরিচালক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর। |

৮। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| নম্বর | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
| ৮.১ | বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের কল্যাণ তহবিলের অনুমতি  | মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভাকে অবহিত করেন যে, সরকারি কর্মচারি কল্যাণ বোর্ডের অনুমোদন না থাকায় বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ কল্যাণ তহবিল হতে কোন সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন না। তৎপ্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের স্বাক্ষরে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বরাবর গত ২৫/৮/২০১৪ তারিখে একটি আধা-সরকারি (ডি,ও) পত্র দেয়া হয়েছে। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভাকে অবহিত করেন যে, বিগত ১৩/৩/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের ৩৬তম বোর্ড সভায় বিষয়টি উপস্থাপন করা হলে তা মন্ত্রণালয় থেকে অনুসরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | বিষয়টি Follow up করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | DG, BFRI/ উপসচিব (মৎস্য-৫)  |

৯। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| নম্বর | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
| ৯.১ | বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের ৩৯৪টি পদ সৃজন  | সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রাণিসম্পদ-২) সভাকে অবহিত করেন যে, এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় টেলিফোনে অনুরোধ করা হয়েছে এবং যোগাযোগ অব্যাহত আছে। একই সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার জন্য বিএলআরআই এর মহাপরিচালক (অঃদাঃ)-কেও অনুরোধ করা হয়েছে।  | বিএলআরআই এর ৩৯৪টি নতুন পদ সৃজনের বিষয়ে Follow up করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | DG, BLRI/ সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রাণিসম্পদ-২)  |

১০। মেরিন ফিশারিজ একাডেমি

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| নম্বর | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহিত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
| ১০.১ | মেরিন ফিশারিজ একাডেমিতে কর্মরত প্রশিক্ষক এবং কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট হতে সংগৃহিত টিউশন ফি ও অন্যান্য কোর্স ফি এর ২০% সম্মানী ভাতা।  | উপসচিব (মৎস্য-৩) সভাকে অবহিত করেন যে, A\_© wefv‡Mi hvwPZ Z\_¨vw` †gwib wdkvwiR GKv‡Wwg n‡Z gš¿Yvj‡q cvIqv †M‡Q Ges D³ Z\_¨vw` MZ 16/02/2016 Zvwi‡L A\_© wefv‡M †cÖiY Kiv n‡q‡Q| †Kvb gZvgZ cvIqv hvqwb weavq MZ 23/03/2016 Zvwi‡L 33.07.0000.129.018.01. 15.74 ¯§vi‡K gZvgZ cÖ`v‡bi Rb¨ A\_© wefvM‡K AveviI Aby‡iva Kiv nq| wKš‘ A`¨vewa †Kvb gZvgZ cvIqv hvqwb weavq cybivq 16/05/2016 Zvwi‡L cÎ †`qv n‡q‡Q| 21/06/2016 Zvwi‡L 3q ZvwM`cÎ †`qv n‡q‡Q Ges A\_© wefv‡M mswkøó Kg©KZ©vi mv‡\_ hyM¥mwPe (†gwib wdkvwiR GKv‡Wwg) g‡nv`‡qi K\_v n‡q‡Q| Z‡e G wel‡q A\_© gš¿Yvjq n‡Z GL‡bv †Kvb gZvgZ Av‡mwb|  | বিষয়টি Follow up করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | উপসচিব (মৎস্য-৩)/ অধ্যক্ষ, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি  |
| ১০.২ | মেরিন ফিশারিজ একাডেমির কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা-২০১৫ অনুমোদন | উপসচিব (মৎস্য-৩) সভাকে অবহিত করেন যে, cÖkvmwbK Dbœqb msµvšÍ mwPe KwgwU‡Z Dc¯’vc‡bi wbwgË †gwib wdkvwiR GKv‡Wwg (Kg©KZ©v I Kg©Pvix) wb‡qvM wewagvjv,2016 Gi cÖ¯Íve ms‡kvwaZ AvKv‡i cÖ¯‘Z K‡i RbcÖkvmb gš¿Yvj‡q †cÖiY Kiv n‡q‡Q| | বিষয়টি Follow up করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | উপসচিব (মৎস্য-৩)/ অধ্যক্ষ, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি  |

১১। বিবিধ

| নম্বর | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য  | বাস্তবায়নে |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ১১.১ | আই,টি বিষয়  | ই-ফাইল যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ২০-২৩ জুন ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই ট্রেনিং রুমে (রুম নং-২৩৭) সকাল ৯.০০ ঘটিকা হতে বিকাল ৩.০০ ঘটিকা পযন্ত ০৪ দিন ব্যাপি অনুষ্ঠিত TOT (Training of Trainers) প্রশিক্ষণে এ মন্ত্রণালয়ের ০৩ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন। উক্ত ৩ জন কর্মকর্তা কর্তৃক দ্রুত এ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের লোক-প্রশাসন কম্পিউটার কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গত ১৭ আগস্ট ২০১৬ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।**মৎস্য অধিদপ্তরঃ** মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে আইটি বিষয়ে (ই-মেইল, ই-ফাইলিং, ভিডিও কনফারেন্সিং ইত্যাদি) প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাঁদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ইতোমধ্যেই মৎস্য অধিদপ্তর তার নিজস্ব ডোমেইন- এ ওয়েবমেইল ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করেছে, যার ই-মেইল আইডি সংখ্যা প্রায় ৮০০ এবং গ্রুপ মেইল সংখ্যা ৭০। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** ই-ফাইল (নথি) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে TOT প্রোগ্রামে অংশ গ্রহনের জন্য ৩ জন কর্মকর্তাকে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। ই-ফাইল (নথি) যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ২৫-২৮ জুলাই, ২০১৬ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহন করেছেন। তাঁরা অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে ই-ফাইল (নথি) বাস্তবায়ন করবেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবং APA এর চুক্তি অনুসারে সকল মন্ত্রণালয় আগামী ডিসেম্বর’২০১৬ মাসের মধ্যে ই-ফাইলিং শুরু করবে এবং সকল অধিদপ্তর ফেব্রুয়ারী’ ২০১৭ ইং মাসের মধ্যে ই-ফাইলিং শুরু করবে। সে জন্য আগামী সেপ্টেম্বর’২০১৭ মাসের মধ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে ই-ফাইলিং সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। **বিএলআরআইঃ** ই-ফাইলিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেতে A2I প্রকল্পের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর কার্যক্রম শুরু করা হবে। **বিএফআরআইঃ** B-dvBwjs e¨e¯’v cÖeZ©‡bi Rb¨ cÖwk¶Y cÖ‡qvRb| | বিষয়টি Follow up করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | অতিঃসচিব (প্রশাসন)/ সকল সংস্থা প্রধান/ উপসচিব (প্রশাসন-৩/ মৎস্য-১/ প্রশাসন-২) |
| ১১.২ | ইনোভেশন | **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইনোভেশন প্রোগ্রামটি ঢাকার বাইরে বিভাগীয় শহরে আয়োজন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হলে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এ বিষয়ে সহযোগিতা প্রদান করবে।১। মোবাইল এস. এম. এস সার্ভিসের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সেবা প্রদান কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং এটি উদ্বোধনের অপেক্ষায় আছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা সম্প্রসারণ, প্রাণিসম্পদ সেবা ক্যাম্প স্থাপন, প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি হস্তান্তর কার্যক্রম সহ মোট ২২ টি ইনোভেশন কার্যক্রম সফলভাবে চলমান আছে। এ বিষয়ে Follow up অব্যাহত আছে। ২। ১২৪ জন কর্মকর্তা ইনোভেশন প্রশিক্ষণ গ্রহন করেছেন।৩। ২০ টি ইনোভেশন প্রকল্প চলমান আছে।৪। গত ২৮-২৯ জুলাই, ২০১৬ খ্রি: তারিখ ইনোভেশন মেলায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছে।৫। ১০ জন কর্মকর্তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট থেকে এওয়ার্ড গ্রহন করেছেন।**বিএফআরআইঃ** Bbw÷wUD‡U Innovation Gi wel‡q Kvh©µg Pjgvb Av‡Q| **বিএলআরআইঃ** ইনোভেশন টিমের কার্যক্রম ও Follow up নিয়মিত করা হচ্ছে। তবে কমিটির কেউ এখন পর্যন্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেননি।  | যেসকল কর্মকর্তারা ইনোভেশন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন তাঁরা মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তাদের ইনোভেশন প্রশিক্ষণ দেয়া এবং ইনোভেশন প্রোগ্রামটি ঢাকার বাইরে বিভাগীয় শহরেও আয়োজন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ চীফ ইনোভেশন অফিসার/ সকল সংস্থা প্রধান/ সিনিয়র সহকারী সচিব (মৎস্য-৪)  |
| ১১.৩ | বৈদেশিক প্রশিক্ষণ  | **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** প্রশিক্ষণ/ সভা/ সেমিনার/ কর্মশালা/ শিক্ষাসফর শেষে কর্মস্থলে প্রত্যাবর্তনের পর ০৭ দিনের মধ্যে আবশ্যিকভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করা হয় এবং নিয়মিত ডিব্রিফিং সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিগত ০৭.০৯.২০১৬ খ্রি. তারিখে একটি ডি-ব্রিফিং সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** আগষ্ঠ/২০১৬ মাসে বৈদেশিক প্রশিক্ষন নিম্নরুপ:১। Senior Technical Delegate Program এর উপর থাইল্যান্ডে ০১ জন প্রশিক্ষনে অংশ গ্রহন করেন।২। Workshop to Establish a National Agricultural and Rural Survey Calendar based upon Integrated Planning of Agricultural Censusn and Surveys এর উপর থাইল্যান্ডে ০২ জন প্রশিক্ষনে অংশ গ্রহন করেন।৩। Coordination Meeting with Directors Veterinary Laboratories in Africa and Asia এর উপর ভিয়েনা, অষ্ট্রিয়া-তে ০১ জন প্রশিক্ষনে অংশ গ্রহন করেন।৪। Regional workshop on the Application of the FAO Laboratory Mapping Tool এর উপর থাইল্যান্ডে ০১ জন প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহন করেন।মোট ০৫ জন বৈদেশিক প্রশিক্ষনে অংশ গ্রহন করেন।**বিএফআরআইঃ** cÖwk¶Y/ mfv/ †mwgbvi/ Kg©kvjv/ wk¶vmdi †k‡l †`‡k cÖZ¨veZ©‡bi ci h\_vmg‡q cÖwZ‡e`b `vwLj Kiv n‡”Q| ms¯’vq wWweªwds Kivi Kvh©µg Pjgvb Av‡Q| **বিএলআরআইঃ** গত ২২-২৭ আগস্ট ২০১৬ খ্রিঃ তারিখ হরিয়ানা, ভারতে অনুষ্ঠিত “Herd Health Management of Dairy Duffalo: Nutrition, Breeding, Reproduction, Diseases, Management and Record keeping শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে ২ জন বিজ্ঞানী অংশগ্রহণ করেন। তাদেঁর ডিব্রিফিং কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।  | মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণকে মন্ত্রণালয়ে ও সংস্থার কর্মকর্তাগণকে সংশ্লিষ্ট সংস্থায় ১৫ দিনের মধ্যে নিয়মিত ডিব্রিফিং করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | অতিঃসচিব (প্রশাসন)/ সকল সংস্থা প্রধান/ উপসচিব (মৎস্য-১/ প্রশাসন-৩)/ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা |
| ১১.৪ | ই-টেন্ডারিং  | এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি ও বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের (প্রত্যেক সংস্থা হতে ০২ জন করে) মোট ১২ জন কর্মকর্তার মনোনয়ন গত ০৯ মে ২০১৬ তারিখে সেন্ট্রাল প্রোকিউরমেন্ট টেকনিকাল ইউনিট (সিপিটিইউ)-এ প্রেরণ করা হয়েছে। ৩০-৩১ আগস্ট ২০১৬ ও ১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখ বিএফডিসি’র ১ জন, বিএলআরআই’র ২জন এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের ২ জনসহ মোট ৫জন কর্মকর্তা ই-টেন্ডারিং প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন। **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** মৎস্য অধিদপ্তরে চলতি ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে এ পর্যন্ত ৫০টি ই-টেন্ডারিং সম্পন্ন হয়েছে।**প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের সকল টেন্ডার ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ ছাড়াও লাইভষ্টক মেডিসিন স্টোর ও কৃত্রিম প্রজনন ও ঘাস উৎপাদন, সাভার, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা এর ১টি করে ই-টেন্ডার প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়িত হয়েছে। **বিএফডিসিঃ** গত ৩০-৩১ আগস্ট ২০১৬ ও ১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখ বিএফডিসি’র ১ জন কর্মকর্তা ই-টেন্ডারিং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। **বিএলআরআইঃ** গত ৩০ আগস্ট হতে ০১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দু’জন কর্মকর্তাকে তিন দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পরীক্ষামূলকভাবে ই-টেন্ডারিং কার্যক্রম শুরু করা হবে। **বিএফআরআইঃ** B‡Zvg‡a¨ wbeÜb সম্পন্ন Kiv n‡q‡Q| **মেরিন ফিশারিজ একাডেমিঃ** B‡Zvg‡a¨ wbeÜb সম্পন্ন Kiv n‡q‡Q|  | মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্পের দরপত্রের কার্যক্রম ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | সকল সংস্থা প্রধান/ যুগ্মপ্রধান/ উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-১/ মৎস্য-১)/ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা |
| ১১.৫ | অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ  | এ মন্ত্রণালয়ের সকল প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর/অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, অফিস সহায়ক ও গাড়ী চালকদের কর্মকালীন প্রশিক্ষণ (প্রথম পযায়) শেষ হয়েছে। পরবর্তীতে এ মন্ত্রণালয়ের সকল প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা ও অফিস সহায়কদের ১৮ এপ্রিল ২০১৬ তারিখ হতে শুরু হয়ে ০২ জুন ২০১৬ (দ্বিতীয় পযায়)-এ শেষ হয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ে নব যোগদানকৃত সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর ও অফিস সহকারীদের ৩ দিন ব্যাপি কর্মকালীন প্রশিক্ষণ (ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ) প্রদান করা হয়েছে। ই-ফাইলিং প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার পর পূনরায় কর্মকালীন প্রশিক্ষণ শুরু করা হবে। **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত সচিবালয় নির্দেশনাবলী/ চাকুরি বিধিমালা/ আর্থিক বিধিমালা/ আইটি/ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল/ তথ্য অধিকার আইন/ এপিএ/অডিট/আইটি/ইনোভেশন/সিটিজেন চার্টার/ নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে ১৬০ ঘন্টা করে প্রশিক্ষণ অন্তর্ভূক্ত করে বার্ষিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিগত আগস্ট মাসে ৬ হাজার ২৮২ জন মৎস্য চাষী, মৎস্যজীবী ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সর্বমোট ১১ হাজার ১৫৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।**প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** আগষ্ঠ/২০১৬ মাসে অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণ নিম্নরুপ: ১। Refreshers Training of Procurment of Goods, Works and Services এর উপর = ০৩ জন২। Annual work plan Development workshop এর উপর = ১৭ জন৩। অধিক উৎপাদনশীল ঘাসচাষ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রশিক্ষণ এর উপর = ৭৫ জন৪। Training of Results Based Project Identification and Design এর উপর ০৩ জন৫। Training of Procurment of Goods works and Services এর উপর = ০৬ জন৬। Reporting and Dissemination of Crop Monitoring and Procurment Forecasting Training এর উপর ০১ জন৭। Validation workshop for food safety guidelines of thepoultry value chain এর উপর ৩৮ জন৮। এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা বিষয়ক Dissemination Seminar এর উপর ২২ জন৯। মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য উদ্ভাবনীয় মূলক প্রকল্প ডিজাইন প্রশিক্ষণ এর উপর ০৭ জন১০। Documentation & Dissemination Seminar এর উপর ০২ জন১১। BVC Standard for Veterinary Education, Workshop এর উপর ৫৯ জন১২। Refreshers Training of Procurment of Goods, works and Services এর উপর ০৬ জন১২। National Dialogue of the Future of Animal Health in Bangladesh, Workshop এর উপর ৩৪ জন১৩। ই-লার্নিং কোর্স ডিজাইন এবং কনটেন্ট তৈরী বিষয়ক এর উপর ০৩ জন১৪। জনপ্রশাসনে উদ্ভাবনী চর্চার সম্ভাবনা ও করণীয় এর উপর ০২ জন আগষ্ঠ/১৬ মাসে সর্বমোট ২৭৮ জন অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহন করেন। **বিএফআরআইঃ** Bbw÷wUD‡Ui Af¨šÍixb cÖwk¶Y Kvh©µg Pjgvb i‡q‡Q| **বিএলআরআইঃ** আগস্ট ২০১৬ পর্যন্ত মোট ০৪ (চার) জন বিজ্ঞানী/কর্মকর্তা/ কর্মচারিকে বিভিন্ন বিষয়ে দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।  | মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন সকল সংস্থায় অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | অতিঃসচিব (প্রশাসন/ বাজেট)/ উপসচিব (মৎস্য-১/ প্রশাসন-৩/ বাজেট)/ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা |
| ১১.৬ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল  | কর্মস্থলে কর্মপরিবেশ সৃষ্টি, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, সততা ও নিষ্ঠা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, যথাসময়ে কর্মসম্পাদন, চাকরি বিধি ও আর্থিক বিধি যথাযথ অনুসরণ ইত্যাদি বিষয় শুদ্ধাচার কৌশলের অংশ। সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে কর্মকালীন প্রশিক্ষণে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** মৎস্য অধিদপ্তরের ৭টি বিভাগীয় দপ্তরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরে আয়োজিত ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে অন্যান্য বিষয়ের সাথে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে সেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর কর্তৃক আয়োজিত ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।**প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** (১) জাতীয় শুদ্ধাচার কেŠশল কর্মপরিকল্পনা/২০১৫ অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহনের জন্য মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ১৫/১২/২০১৫ ইং তারিখের নং-৩৩.০১.০০০০.০০১. ৫৩.৮৩৩.১৪-২৫৮৯ সংখ্যক স্মারক মোতাবেক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণে ও মনিটরিং কার্যক্রম চলছে।(২) ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে শুদ্ধাচার বিষয়টির উপর ০১ টি ক্লাস অন্তর্ভূক্ত করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহনের জন্য উপ-পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর সমূহ ও প্রকল্প পরিচালকদেরকে অধিদপ্তরের ২৪/০৩/২০১৬ তারিখের নং ৩৩.০১.০০০০.১১০.০১.০১৭.১৫-১৩০৯ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে অবহিত করা হয়েছে।**বিএফডিসিঃ** অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত আছে। **বিএফআরআইঃ** 1) RvZxq ï×vPvi †KŠkj wel‡q mKj‡K m‡PZb Kiv I mKj ch©v‡q Zv cÖwZcvjb Kivi Rb¨ Bbw÷wUD‡Ui wewfbœ †K›`ª I Dc‡K‡›`ª wb‡`k©bv cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|2) Bb-nvDR cÖwk¶‡Yi cÖwZwU †Kv‡m© ï×vPvi welqwUi Dci 01wU K¬vm AšÍf©~³ Kiv n‡q‡Q| **বিএলআরআইঃ** (১) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান।(২) প্রতিটি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে (কর্মকর্তা/ বিজ্ঞানী) শুদ্ধাচার বিষয়টির উপর ০১টি ক্লাস ইতোমধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।  | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে সকলকে সচেতন করা ও সকল পর্যায়ে তা প্রতিপালনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-২)/ সকল সংস্থা প্রধান |
| ১১.৭ | অভিযোগ নিষ্পত্তি | মন্ত্রণালয়ে সহজে দৃষ্টি গোচর হয় এমন স্থানে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে এবং তা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য ০২ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের অভিযোগ বাক্সে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। মন্ত্রণালয়ে সহজে দৃষ্টি গোচর হয় এমন স্থানে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে এবং তা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য ০২ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের অভিযোগ বাক্সে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** মৎস্য অধিদপ্তরের নিচ তলায় সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। অভিযোগ নিষ্পত্তি করার জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করার বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, অদ্যাবধি অভিযোগ বাক্সে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি।**প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য স্বচ্ছ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। উপ-পরিচালক, প্রশাসনকে ফোকাল পয়েন্টের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। আগষ্ট/১৬ মাসে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি।**বিএফডিসিঃ** অভিযোগ বাক্সে প্রাপ্ত অভিযোগগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। **বিএলআরআইঃ** অভিযোগ বক্স দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে স্থাপন করা হয়েছে এবং কমিটি গঠন করে অভিযোগগুলো সংগ্রহ করে দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। **বিএফআরআইঃ** Awf‡hvM ev‡· Awf‡hvM cÖvwß mv‡c‡¶ `ªæZ wb®úwË Kiv n‡e|  | অভিযোগ বাক্সে প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ যুগ্মসচিব (প্রাস-২)/ সকল সংস্থা প্রধান |

১২। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

|  |  |
| --- | --- |
|   |  স্বাক্ষরিত/-২০/১০/২০১৬(মোঃ মাকসুদুল হাসান খান)সচিব |